

সারে-জমিন



APONZONE

Bengali Daily



ভারতের শিক্ষার্থীরা কেন বাংলাদেশে পড়তে যান সম্পাদকীয়



বাংলার প্রকৃত উন্নয়নে চাই বাঙালিদের একতাবদ্ধতা সাধারণ

সোমবার ১৯ আগস্ট, ২০২৪

৩ ভাদ্র ১৪৩১

১৩ সফর, ১৪৪৬ হিজরি

জাইদুল হক

টেস্টের ১৫০ বছর পূৰ্তিতে বিশেষ ম্যাচ অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ডের

খেলতে খেলতে

ইনসাফের পক্ষে নিভীক কণ্ঠস্বর

Vol.: 19 ■ Issue: 224 ■ Daily APONZONE ■ 19 August 2024 ■ Monday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

জেরার ৩য় দিনে সন্দীপ ঘোষকে কল লিস্ট জমা দিতে বলল সিবিআই

আপনজন ডেস্ক: মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের তদন্তে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল সন্দীপ ঘোষের কল ডিটেলস ও চ্যাট খতিয়ে দেখছেন সিবিআইয়ের তদন্তকারী আধিকারিকরা। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, রবিবার টানা ততীয় দিনে সিবিআই আধিকারিকদের সামনে হাজির হওয়া সন্দীপ ঘোষকে হাসপাতালে ঘটনার আগে এবং পরে তিনি যে ফোন কলগুলি করেছিলেন তার বিশদ বিবরণ দিতে বলা হয়েছে। গোয়েন্দারা ঘোষের ফোন কল এবং ডেটা ব্যবহারের বিশদ জানতে মোবাইল ফোন পরিষেবা সরবরাহকারীর সাথে যোগাযোগ করার কথাও ভাবছেন।শনিবার থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত ১৩ ঘন্টারও বেশি সময় ধরে সিবিআইয়ের আধিকারিকরা জিজ্ঞাসাবাদের পর রবিবার সকাল ১১টা নাগাদ সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে সিবিআই দফতরে পৌঁছন প্রাক্তন অধ্যক্ষ। সিবিআই আধিকারিক সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে বলেন, আমাদের কাছে তার জন্য প্রশ্নের একটি তালিকা রয়েছে। তিনি বলেন, যে চিকিৎসকের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করেছিলেন, তার মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর সন্দীপ ঘোষকে তাঁর ভূমিকা নির্দিষ্ট



করতে বলা হয়েছিল এবং কেন তিনি বাবা-মাকে প্রায় তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়েছিলেন। ঘটনার পর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সেমিনার হলের কাছের কক্ষগুলো সংস্কারের নির্দেশ কে দিয়েছিল, তা নিয়েও প্রশ্ন করা হয় প্রাক্তন অধ্যক্ষকে। হত্যাকাণ্ডের পেছনে কোনো ষড়যন্ত্র বা পূর্ব পরিকল্পনা ছিল কি না, তা জানার চেষ্টা করা হচ্ছে। অধ্যক্ষ কী করছিলেন এবং তিনি এই ঘটনার সঙ্গে কোনওভাবে জড়িত কি না। ঘটনার রাতে মৃত চিকিৎসকের সঙ্গে কর্তব্যরত অন্যান্য চিকিৎসক ও ইন্টার্নদের সঙ্গে সন্দীপ ঘোষের উত্তরের সত্যতা যাচাই করে দেখবেন সিবিআই গোয়েন্দারা। এখনও পর্যন্ত সিবিআই তদন্তের স্বার্থে কলকাতা পুলিশের কয়েকজন অফিসার-সহ ২০ জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। রবিবার মধ্যরাতে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে সিবিআই দফতর থেকে বেরনোর সময় সংবাদমাধ্যমের কোনও প্রশ্নের জবাব দিতে রাজি হননি সন্দীপ

ক্ষোভ উগরে দিয়ে নির্যাতিতার বাবা-মায়ের অভিযোগ

গোটা বিভাগ এতে জড়িত

কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল চত্ত্বরে নশংসভাবে ধর্ষণের পর খুনের শিকার হওয়া কলকাতার শিক্ষানবিশ চিকিৎসকের বাবা-মা কলকাতা পুলিশ এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তদন্ত নিয়ে অসন্তোষ প্ৰকাশ করেছেন। তারা রাজ্য প্রশাসনের খারাপ প্রচারের মুখে মামলাটি ধামাচাপা দেওয়ার আপাত প্রচেষ্টা এবং পরবর্তী বিক্ষোভের নিন্দা করেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক নির্যাতিতার বাবা ও মা দু'জনেই সংবাদ সংস্থা এএনআইয়ে সঙ্গে কথা বলার সময় অভিযোগ করেছেন, 'বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ন্যায়বিচারের দাবিতে আন্দোলন দমন করছেন।'মৃত মেডিক-ইন-ট্রেনিংয়ের মা বলেন, 'বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের ফোন করে বলেছিলেন যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা হবে, কিন্তু 'এখনও পর্যন্ত কিছুই হয়নি।' তিনি বলেন, 'একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আমি নিশ্চিত এই ঘটনার সঙ্গে আরও অনেকে জড়িত। আমি মনে করি পুরো বিভাগ এই ঘটনার জন্য দায়ী...। পুলিশ মোটেও ভালো কাজ করেনি। আমার মনে হয় মুখ্যমন্ত্রী বিক্ষোভ থামানোর চেষ্টা করছেন, আজ তিনি এখানে ১৪৪ ধারা জারি করেছেন যাতে মানুষ



প্রতিবাদ করতে না পারে। সহযোগিতা করেনি। এর সঙ্গে পুরো কলকাতা পুলিশের উদ্দেশে আরও বিভাগ জড়িত। শ্মশানে তিনটি দেহ কড়া ভাষায় তিনি বলেন, 'ওরা ছিল, কিন্তু আমাদের মেয়ের দেহ আমাদের সঙ্গে একেবারেই প্রথমে দাহ করা হয়...।' সহযোগিতা করেনি, যত তাড়াতাড়ি একটি হৃদয় বিদারক বিবরণে, সম্ভব মামলা ধামাচাপা দেওয়ার ভুক্তভোগীর মা সংক্ষেপে বর্ণনা চেষ্টা করেছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করেছিলেন যে কীভাবে তাদের ময়নাতদন্ত করে দেহ বের করার মেয়ের মৃত্যু সম্পর্কে জানানো চেষ্টা ছিল তাদের।' নির্যাতিতার হয়েছিল এবং তারপরে কী মায়ের কথার প্রতিধ্বনি করে ঘটেছিল। তিনি এএনআইকে নির্যাতিতার বাবা বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'প্রথমে হাসপাতাল থেকে ন্যায়বিচার দেওয়ার কথা বলছেন, ফোন আসে যে আপনার মেয়ে অসুস্থ, তারপর কলটি কেটে দেওয়া কিন্তু তারপর ন্যায়বিচারের দাবিতে সাধারণ মানুষকে জেলে ঢোকানোর হয়েছে। এরপর আমি ফোন করে চেষ্টা চলছে। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কী হয়েছে জানতে চাইলে তারা কাজে সম্ভষ্ট নই। আমরা কোনও আমাকে হাসপাতালে আসতে ক্ষতিপুরণ নিতে অস্বীকার করেছি।' বলে। আমরা আবার ফোন করলে তদন্তে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনে তিনি নিজেকে সহকারী সুপার তিনি বলেন, 'যে তদন্ত চলছে তার পরিচয় দিয়ে বলেন, আপনার কোনো ফল আসেনি। আমরা আশা মেয়ে আত্মহত্যা করেছে। তিনি বৃহস্পতিবার ডিউটিতে করছি ফলাফল পাব...। বিভাগ বা কলেজের কেউ আমাদের গিয়েছিলেন, শুক্রবার সকাল ১০টা

আমরা যখন সেখানে পৌঁছাই. তখন আমাদের তার সাথে দেখা করার অনুমতি দেওয়া হয়নি, আমাদের ৩টায় তাকে দেখার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তার প্যান্ট খোলা, শরীরে শুধু এক টুকরো কাপড় ছিল। তার হাত ভেঙে গেছে, চোখ, মুখ দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে। তাকে দেখলেই মনে হবে কেউ তাকে খুন করেছে। আমি তাদের বলেছি, এটি আত্মহত্যা নয়, এটি একটি হত্যাকাণ্ড। আমরা আমাদের মেয়েকে ডাক্তার বানানোর জন্য অনেক পরিশ্রম করেছি, কিন্তু তাকে খুন করা হয়েছে।' এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতজুড়ে প্রতিবাদকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন নির্যাতিতার বাবা ও মা। তিনি বলেন, 'আপনাদের মাধ্যমে আমরা সারা দেশের মানুষকে একটি বার্তা দিতে চাই। আমরা সকল দেশবাসী, বিশ্বের মানুষ ও রাষ্ট্রের প্রতি কৃতজ্ঞ, আমাদের অনুরোধ, আসামি ধরা না পড়া পর্যন্ত আপনারা আমাদের পাশে থাকুন। আমরা শুধু চাই, কোনো মায়ের যেন এমনটা না হয়, আমাদের মতো আর কেউ যেন তাদের সন্তানকে না হারায়...।' নির্যাতিতার মা বলেন, 'অন্য কোনো মানুষের সঙ্গে যেন এমনটা না

ডাক্তার খুনে সুপ্রিম কোর্টে স্বতঃপ্রণোদিত শুনানি ২০ আগস্ট



আপনজন ডেস্ক: কলকাতার আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের স্নাতকোত্তর শিক্ষানবিশ চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় সুপ্রিম কোর্টে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলাটির শুনানি হবে ২০ আগস্ট। সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে আপলোড করা ২০ আগস্টের কজ লিস্ট অনুসারে, প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচড়, বিচারপতি জে বি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রকে নিয়ে গঠিত বেঞ্চ মঙ্গলবার আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে শিক্ষানবিশ চিকিৎসকের ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় একটি মামলার শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে। উল্লেখ্য, সরকারি হাসপাতালের সেমিনার হলে জুনিয়র ডাক্তারকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় দেশজুড়ে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। গত ৯ আগস্ট হাসপাতালের বক্ষ বিভাগের সেমিনার কক্ষ থেকে স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ওই প্রশিক্ষণার্থীর লাশ উদ্ধার করা হয়। এই মামলায় পরের দিন এক সিভিক

ভলান্টিয়ারকে গ্রেফতার করে কলকাতা পুলিশ। গত ১৩ আগস্ট কলকাতা হাইকোর্ট এই মামলার তদন্তভার কলকাতা পুলিশের কাছ থেকে সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। আদালতের নজরদারিতে তদন্তের আর্জি জানিয়ে নির্যাতিতার বাবা-মায়ের করা আবেদনের শুনানি চলাকালীন হাইকোর্ট তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে গণহিংসার ঘটনাকে রাষ্ট্রযন্ত্রের সম্পূর্ণ ব্যর্থতা বলে উল্লেখ করে হাইকোর্ট ১৬ অগাস্ট পুলিশ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে সেখানকার পরিস্থিতি নিয়ে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেয়। যখন রাজ্যের আইনজীবী আদালতে বলেন, বৃহস্পতিবার ভোরে প্রচুর সংখ্যক মানুষ হাসপাতালে জড়ো হয়েছিল। তখন হাইকোর্ট বলেছিল, সাত হাজার লোকের জমায়েতের তথ্য পুলিশের গোয়েন্দাদের কাছে আগাম ছিল বলে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়।

চণ্ডীপুর মোড় ■বিড়লাপুর রোড ■কলকাতা-৭০০১৩৭

https://bbinursing.com Project of Amanat Foundation





সহরার হাট 🗕 ফলতা 🔳 দাক্ষণ ২৪ পরগনা https://ashsheefahospital.com Project of AshSheefa Group



স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০+ বেডের নিজস্ব হাসপাতালে এবং অতিরিক্ত আরও ২ টি ১০০+ বেডের হাসপাতালে (আরতি ও ইউনিপন) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- মেয়েদের জন্য হসপিটাল ক্যাম্পাসে নার্সিং স্কুল ও হোস্টেল এর সুযোগ।
- ছেলেদের পৃথক হোস্টেল।
- ভর্তির যোগ্যতা: সায়েন্স/আর্টস/কমার্স) যেকোনও শাখায় HS এ 40% মার্কস।

মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান HS পাস

ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর

অ্যাডমিশন শুরু

रस शिष्ट

(3Years)

কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে

ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত



ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত MBBS, MD, Dip. Card (Director)

যোগাযোগ

© 6295 122937 / 93301 26912

9732 589 556

প্রথম নজর

আরবাইন পদযাত্রা বোলপুরে



আমীরুল ইসলাম 🔵 ,বোলপুর আপনজন:বিশ্ব শান্তি ও সম্প্রীতি জন্য ইমাম হোসাইন রা. এর আত্মত্যাগের স্মরণে রবিবার বীরভূম জেলায় বোলপুর সন্নিকট অন্তর্গত ডোমনপুর থেকে কারবালা নগর মুলুক পর্যন্ত দীর্ঘ ৭ কিলোমিটার রাস্তা খালি পায়ে হেঁটে পদযাত্রায় সামিল হন জাতি ধর্ম নিৰ্বিশেষে অসংখ্য মানুষ এই পদযাত্রায় বাচ্চা, বয়স্ক থেকে শুরু করে সকলেই এই অংশগ্রহণ করেন। মাওলা হুসাইনের আজাদারীদের মাঝপথে অংশগ্রহণকারী বাহিরি গ্রামের হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের জল,বিস্কুট ও খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এই পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছিলেন বীরভূম জেলার সভাধিপতি কাজল শেখ ও পীরে তরিকত আলহাজু হুজুর হ্যরত সৈয়দ শাহ রাশাদাথ আলী আল কাদেরী আল গিলানী আল হাসানী আল হুসাইনী।

ইলিশ বাঁচাও পর্যটন উৎসব ডায়মভে



নিজস্ব প্রতিবেদক 🔵 ডা. হারবার আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনা ডায়মন্ড হারবার থানা অন্তর্গত ডায়মন্ড হারবার জেটি ঘাটের কাছে অনুষ্ঠিত হল দুই দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক ইলিশ বাঁচাও পর্যটন উৎসব। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন সাংবাদিক ,কবি, সাহিত্যিক এবং শিল্পীরা। সমস্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শাকিল আহমেদ এবং কুসুমে ফেরা সাহিত্য পত্রিকা অবলম্বনে। মূলত এই অনুষ্ঠানের বিশেষ ভূমিকা ছিল, ছোট ইলিশ মাছ ধরা বন্ধ করা এবং এই মাছগুলিকে ধরা হলে আগামী প্রজন্মে মাছের বংশ রক্ষা আর হবে না। তাই প্রশাসনের তৎপরতায় সমস্ত মৎস্যজীবীদের কে ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে যে কোন মৎস্যজীবী ছোট ইলিশ মাছ ধরে। বাঙালি প্রিয় খাদ্য ইলিশ মাছ তাই ইলিশ মাছ কে বাঁচাতে হবে। সেই প্রয়াস নিয়ে আজ পায়ে পায়ে ১৮ তম বর্ষে পদার্পণ করল। আয়োজক করেন ডায়মন্ড হারবার প্রেসক্লাব। অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয় উদ্বোধনী সংগীত দিয়ে তারপর বিভিন্ন গুণীজনদের কে উত্তরীয় ও মেমেন্ট দিয়ে সম্বর্ধনা করা হয়। অনুষ্ঠানটি চলে সকাল এগারোটা থেকে রাত্রি নটা পর্যন্ত।

আদিবাসী ছাত্ৰী খুনে সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা জাতীয় সড়ক অবরোধ



মোল্লা মুয়াজ ইসলাম 🔎 বর্ধমান আপনজন: আদিবাসী ছাত্রী খুনে সাড়ে পাঁচ ঘন্টা বর্ধমান শহর লাগুয়া গাংপুরে জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ করে দেয় আদিবাসী সংগঠন। এতে জাতীয় সড়কের মতো ব্যস্ত রোডে দাঁড়িয়ে পড়ে হাজার হাজার গাড়ি। সাধারণ মানুষের ব্যাপক ভোগান্তি হয়। গত চার দিন আগে নিশংস ভাবে খুন হন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী প্রিয়ঙ্কা হাঁসদা । রাত্রির দিকে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বাইরে বের হয়েছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার নান্দ্র ঝাঁপানতলা এলাকার প্রিয়াঙ্কা হাঁসদা । গলার নলি কেটে তাকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়। পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ সুপার আমনদীপ সাংবাদিক সম্মেলন করে অপরাধীদের ধরার ব্যাপার আশ্বাস দিলেও এখনো পর্যন্ত অপরাধী না ধরা পড়ায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে আদিবাসী সমাজ।

আদিবাসী সমাজের পক্ষ থেকে বর্ধমানের সদর থানা ঘেরাও কর্মসূচি পালন করেছে রবিবার জাতীয় সড়ক প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘন্টা অবরোধ করে। তাদের দাবি শুধুমাত্র আদিবাসী বলে তাদের প্রতি অবজ্ঞা এবং অবহেলা করা হচ্ছে। প্রিয়ঙ্কা হাঁসদা নৃশংস হত্যা তারা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারবে না বারবার আদিবাসীদের প্রতি এই বঞ্চনা তারা কোনোভাবেই সহ্য করবে না বলে আদিবাসী নেতৃত্বের তরফ থেকে জানানো হয়। এই হত্যার প্রতিবাদে এবং দোষীর ফাঁসির দাবিতে ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহলের নেতৃত্বে পূর্ব বর্ধমানের গাংপুরে জাতীয় সড়কে রবিবার বেলা ১১টা নাগাদ শুরু হয় ১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ কর্মসূচি শুরু হয়। ঘন্টা ডিউটি দেবে।সোশ্যাল বেলা চারটে নাগাদ পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেন অবরোধকারীরা।

আরজি করকাণ্ডে মূল অপরাধীর শান্তির দাবিতে ধর্নীয় ফিরহাদ

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ফিরহাদ বলেন, আমরা মিছিল করেছি আজকে আমরা ধর্নায় বসেছি। রবিবার সিবিআই যেন তাদের চার্জশিট পেশ করে। কলকাতা পুলিশ হলে আজ ৪ চার্জশিট পেশ করত। একটা ঘটনা ঘটেছে, একটা ছেলেকে গ্রেফতার করেছে তার দোষ আছে কি নেই ? তার পিছনে কেউ আছে কি নেই? সেটা জানি না ।এটা যারা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি তারা বলতে পারবে। এই ঘটনাতে একটা ক্রিমিনাল কনস্পিরেন্সি আছে। ইনভেস্টিগেশনের সব দেওয়া আছে যে প্রকৃত দোষী তার ফাঁসি চাই ।ফিরহাদ হাকিম বলেন,আমরা সবাই জাস্টিসের কথা বলছি প্রকৃত দোষীর সাজা হোক । ফাঁসি হোক ।এটা আমার মতামত শুধু ফাঁসি নয়, যেটা অন্যান্য দেশে আছে জনসমক্ষে ফাঁসি হোক। সিবিআই কেন রবিবারের মধ্যে ন্যায়বিচার দিতে পারল না জানি না কিন্তু আমরা চাই তাড়াতাড়ি সাজা হোক। ম্যানপাওয়ারের তো একটা ব্যাপার আছে পুলিশ রোবট নয় যে ২৪

আপনজন: আর জি কর কাণ্ডে

মূল অপরাধের ফাঁসির দাবিতে

চেতলার অহীন্দ্র মঞ্চের সামনে ধর্নায় বসেছেন কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। রবিবার



মিডিয়াতে বিভিন্ন গুজব ছড়ানো উচিত নয়, ইনভেস্টিগেশন করতে দেওয়া উচিত। এগুলো পাপ হচ্ছে এগুলো অন্যায় হচ্ছে। না জেনে গুজব ছড়ানো উচিত নয়, মন্তব্য মেয়রের। প্রশাসনের দিক থেকে যা যা করার আমরা করেছি কিন্তু এদিকে বলা হচ্ছে ঘুরিয়ে দিতে তৃণমূলের দোষ এই দোষ বলছে। মানুষকে বিভ্রান্ত করাটা অন্যায়। যে দোষী তাকে কোটে নিয়ে আসুক এটা ওটা কথা বলা ঠিক নয়। অন্যদিকে, শ্যামবাজারের পর এবার সল্টলেক স্টেডিয়ামের বাইরে ১৪৪ ধারা বলবৎ করেছে পুলিশ। সল্ট লেক স্টেডিয়ামে রবিবার আগেই বাতিল করে দেওয়া হয়েছে ডার্বি ম্যাচ। কিন্তু তারপরেও সল্টলেক স্টেডিয়ামের

বাইরে বিক্ষোভ দেখাবার অছিলায় কিছু মানুষ গোলমাল পাকানোর ষড়যন্ত্র করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। তাই সেই আইনশঙ্খলার অবনতি যাতে না হয় তার জন্য উত্তর কলকাতার শ্যামবাজারের পর সল্টলেক স্টেডিয়ামের বাইরে বিস্তীর্ণ এলাকায় বিকেল ৪টে থেকে রাত ১২ টা পর্যন্ত ১৪৪ ধারা বলবৎ করলো বিধান নগর কমিশনারেট। মোবাইল ফোনে একটি কথোপকথন বিধান নগর কমিশনের পক্ষ থেকে শোনানো হয় সাংবাদিকদের। এরপর বিধান নগর কমিশনারের বর্তমান পুলিশ কমিশনার স্পষ্ট জানিয়ে দেন নতুন ১৬৩ ধারা অনুযায়ী কোন জমায়েত করা যাবে না সল্টলেক স্টেডিয়ামের বাইরে আশেপাশের চত্বরে।

মেয়র পারিষদ নেতৃত্ব দিলেন গণ অবস্থানের



নুরুল ইসলাম খান 🔵 কলকাতা **আপনজন:** আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের স্নাতকোত্তর প্রশিক্ষণরত চিকিৎসকের মর্মান্তিক নৃশংস খনের প্রতিবাদে এবং সিবিআই তদন্ত ত্বরাম্বিত করতে একটি গণঅবস্থান অনুষ্ঠিত হয়। এদিন অভিযুক্ত দোষিদের ফাঁসির দাবিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে, স্বপন সমাদ্দারের নেতৃত্বে গণ অবস্থান চলে ৩০ নং ওয়ার্ডের নারকেল ভাঙ্গা মেন রোড ও ৫৬ নং ওয়ার্ডে শীল লেন পটারী

বক্তব্য রাখেন মেয়র পারিষদ সদস্য ও পৌর প্রতিনিধি স্বপন সমাদ্দার. ৩০ নং ওয়ার্ডের পৌর প্রতিনিধি পাপিয়া ঘোষ বিশ্বাস, ৫৬ নং ওয়ার্ডের যুব সভাপতি মুকেশ সাউ সহ অন্যান্য নেত্রী বৃন্দ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে জলঙ্গিতে ধর্না



মঞ্চে সাংসদ

নিজস্ব প্রতিবেদক 🔎 ডোমকল আপনজন: আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের স্নাতকোত্তর প্রশিক্ষণরত চিকিৎসকের মর্মান্তিক নৃশংস খুনের প্রতিবাদে জলঙ্গি বিধানসভার জলঙ্গি বিডিও অফিস প্রাঙ্গণে ধর্নার আয়োজন করে তৃণশূল কংগ্রেস। ওই ধর্নামঞ্চে বসেন মুর্শিদাবাদের তৃণমূল সাংসদ আবু তাহের খান, বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাক,পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কবিরুল ইসলাম ব্লক সভাপতি মাসুম আলী আহমেদ,যুব সভাপতি মোশারফ হোসেন জেলা পরিষদের সদস্য রাজ্জাক হোসেন সহ বিধানসভার একাধিক জন প্রতিনিধি ও দলীয় কর্মী। তারা ডাক্তার খনে দোষীদের রবিবারের

মধ্যে ফাঁসির দাবি জানান।

তরুণী চিকিৎসক খুনে দোষীদের শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ রামপুরহাটে



সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ 🔵 বীরভূম

আপনজন: সম্প্রতি আর জি কর হাসপাতালে বিষ্ফোরক ঘটনা ঘটে। যেখানে কর্তব্যরত তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনার প্রেক্ষিতে সমগ্র রাজ্য প্রতিবাদের ঝড়ে উজ্জীবিত। মখ্যমন্ত্ৰী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও পথে নামেন এবং দোষীদের শাস্তির দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। ত্রণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রাজ্যের প্রতিটি ব্লক এবং শহর ভিত্তিক প্রতিবাদে সোচ্চার হতে বিভিন্ন কমসূচি ঘোষণা করা হয়। সেই মোতাবেক প্রতিবাদ মিছিল,পথসভা,অবস্থান বিক্ষোভ, ধর্নামঞ্চ ইত্যাদির মাধ্যমে প্রতিবাদ কর্মসূচি অব্যাহত।সেরূপ রবিবার রাজ্যের অন্যান্য ব্লক এলাকার ন্যায় বীরভূম জেলার প্রতিটি ব্লক ও শহর এলাকায় ধর্নামঞ্চ এবং অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়। আর.জি.কর মেডিকেল কলেজে ঘটে যাওয়া ঘটনায় জড়িত দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শান্তির দাবিতে সোচ্চার হন। পাশাপাশি

এই ঘটনাকে নিয়ে বিজেপি ও সি পি আই এম (রাম ও বাম) যে সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করছে তার বিরুদ্ধেই মূলত প্রতিবাদ এবং এনিয়েই আজকের অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি বলে দলীয় সূত্রে জানা যায়।রামপুরহাট শহরের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার ড আশীষ বন্দোপাধ্যায়।খয়রাসোল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে খয়রাসোলে বিবেকানন্দ আবক্ষ মর্তির পাদদেশে ধর্নামঞ্চ থেকে অবস্থান বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক দেবব্রত সাহা, রাজ্য মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা অসীমা ধীবর ব্লক তৃণমূল কোর কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক মুনাল কান্তি ঘোষ ও শ্যামল কমার গায়েন এবং সদস্য উজ্জ্বল হক কাদেরী ও কাঞ্চন দে। সিউড়ি এক নম্বর ব্লকের করিধ্যা গ্রামে অনুষ্ঠিত ধর্নামঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সিউড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিকাশ

কালীগঞ্জ বাজার তৃণমূল ই-রিক্সা কমিটি গঠিত



সজিবুল ইসলাম 🏻 ডোমকল আপনজন: জলঙ্গী ব্লক দক্ষিণ জোন আইএনটিটিইউসির উদ্যোগে প্রায় ৫০ জন টোটো চালকদের নিয়ে কালিগঞ্জ তৃণমূল ই-রিক্সা অপারেটর ইউনিয়ন গঠন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হল রবিবার বিকেলে কালীগঞ্জ বাজার এলাকায়।এই ইউনিয়ন কালিগঞ্জ বাজার থেকে রাইপুর কাটাকোপরা বাজার লাইনে টোটো গাড়ি চালাবেন।শ্রমিক সংগঠনের জলঙ্গী ব্লক সভাপতি ফিরোজ আহমেদ বলেন বর্তমানে জেলা পরিবহন দপ্তরের পক্ষ হইতে ই-রিক্সা রেজিষ্ট্রেশন করতে হবে বলে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে । কিন্তু গ্রাম এলাকায় সাধারণ গরিব মানুষ একমাত্র চাষের জমি বন্দুক রেখে,আবার কেউ বন্ধন ব্যাংকে লোন নিয়ে টোটো কিনেছেন, আগেই ঋণ নিয়ে টোটো কিনেছেন তার উপর আবার কি করে এত

টাকা দিয়ে রেজিষ্ট্রেশন করবে। আমরা তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক পার্থ প্রতিম সরকার এবং জেলা সভাপতি সুবোধ দাসের নেতৃত্বে আরটিও অফিসারের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে। আমরা জানিয়েছি গরিব টোটো চালক দের কথা মাথায় রেখে রেজিষ্ট্রেশন ফ্রিজ কমানোর দাবী জানিয়েছি।আশা করি তার সুফল দ্রুত পাওয়া যাবে। এদিন কালিগঞ্জ বাজার তৃণমূল ই-রিক্সা অপারেটর ইউনিয়ন এর সভা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে কমিটি গঠন করা হয়,কমিটির সভাপতি হলেন ইনামূল মন্ডল, সহ সভাপতি হলেন মনিরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক হলেন ইদ্রিস আলী, এবং কোষাধ্যক্ষ হলেন সনীল দাস সহ ৭ জনের কর্মকর্তা মন্ডলী ঘোষণা করা হলো। নতুন দায়িত্ব পেয়ে তারা বলেন টোটো চালানোর সময় সব নিয়ম মেনে চলবেন।

দোষীদের শাস্তির দাবিতে বহরমপুরে বিভিন্ন দলের মিছিল, সরব অধীরও



হাসান সেখ

বহরমপুর **আপনজন:** আর জি কর কাণ্ডে প্রকৃত দোষীদের ফাঁসির দাবীতে তৃণমূল কংগ্রেস ,সিপিএম, বিজেপি ও কংগ্রেসের প্রতিবাদ মিছিল বহরমপুরে । গোটা বাংলাকে মিথ্যাচারের অপবাদ ও কলুষিত করার প্রতিবাদে মিছিল বহরমপুর তৃণমূল কংগ্রেস ও নাগরিক সমাজের উদ্যোগে । গ্রান্ট হল হইতে একটি প্রতিবাদ মিছিল মহিলাদের নেতৃত্বে শহর বহরমপুর পরিক্রমা করেন। উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা অশোক দাস, শিক্ষক আবুল কাওসার বহরমপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান নাডু গোপাল মুখার্জি ,স্বরূপ সাহা তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থক ও কর্মী ,মহিলারা স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। অপরদিকে সিপিএম ও এস ইউ সি আই এর নেতৃত্বে শহর

বহরমপুর শহরে প্রতিবাদ মিছিল বের করেন। কংগ্রেস ও প্রতিবাদ মিছিল করে। মুর্শিদাবাদ জেলার কংগ্রেসের কার্যালয়ে অধীর রঞ্জন চৌধুরী। সাংবাদিক সম্মেলন করেন,আর জি কর কাণ্ড নিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে বললেন শুধু গ্রেফতার করলেই হবে না, এরা গোটা তদন্ত টা বিপথে চালিত করার চেষ্টা করছে। এই সিপি কামদনি কাণ্ডে অপরাধীদের রক্ষা করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সব রকম চেষ্টা করেছিলেন। তিনি আরো বলেন কামদুনি কাণ্ড সামনে এলেও আমরা যে সাজার কথা ভেবেছিলাম সেই সাজা কি দোষীদের হয়েছে। অধীর বলেন তার কারণ একটা যে তদন্তে দায়িত্বে ছিলেন তিনি চাননি দোষীরা কঠোর সাজা পাক। অধীর রঞ্জন চৌধুরী তিনি আরো বলেন মখ্যমন্ত্রী রবিবারের মধ্যে দোষীদের

ধরার দাবি করলেও একজন মাত্র ধরা পড়ে, এরপর সিবিআই এর হাতে এই ঘটনার তদস্তভার দেয়ার এখন মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে রবিবারের মধ্যে দোষীদের পাকড়াও করতে হবে এবং তাদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। এ বিষয়ে অধীর বলেন দিদি তার রাজত্বে এই রকম ন্যাক্বারজনক ঘটনা ঘটার পরও তিনি দোষীদের শান্তির দাবির জন্য রাস্তায় হাঁটছেন। দিদি তার পুলিশকে দায়িত্বভার দেয়ার পর দিদির দেয়া নির্ধারিত সময় চলে যাওয়া সত্ত্বেও। শবেদার নীলমণি একজন সিভিক কে পুলিশ পাকডাও করে। কিন্তু এ বিষয়ে মৃত ডাক্তার পড়ুয়ার মা তিনি বলেন এই ঘটনা একজনের পক্ষে সম্ভব নয়। এরমধ্যে রাঘববোয়াল জড়িত আছে। অধীর এ বিষয়ে বলেন আদৌ কি রাঘব

বোয়ালরা ধরা পড়বে?

বারুইপুরে ওবিসি সংরক্ষণ সমস্যা নিয়ে আলোচনা সভা 'পিস'-এর

নিজস্ব প্রতিবেদক

বারুইপুর আপনজন: দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার বারুইপুর অনুষ্ঠিত হল প্রয়েসিভ এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন ফর কমিউনিটি এমপাওয়ারমেন্ট (পিস) এর জেলা সম্মেলন, ওবিসি সংরক্ষণ সমস্যা সমাধান মূলক আলোচনা সভা এবং সমগ্র দেশের ওয়াকাফ সম্পত্তি রক্ষার পক্ষে বিশেষ আলোচনা সভা। সভায় পিস সংগঠনের সভাপতি তথা বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক ডঃ আব্দুল হাদী মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিয়ে শুরু হয় এবং পরবর্তীতে সংগঠনের সেক্রেটারি মাননীয় ওমর ফারুক মহাশয় বলেন : বর্তমানে পশ্চিমবাংলার সংখ্যালঘু জনজাতির জ্বলন্ত সমস্যা হল হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের অর্ডারে ওবিসি সংরক্ষণ বাতিল হওয়া। তিনি আরো বলেন: রাজ্য সরকারকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এই সমস্যার সমাধান করতে হবে এবং আমরা সুপ্রিম কোর্টে আইনী লড়াই যৌথভাবে মঞ্চ করে লড়ছি। নচেৎ বাংলার পাঁচ লক্ষ ওবিসি

সার্টিফিকেট বাতিল হয়ে যাবে।



আগামী ২০ শে আগস্ট তারিখে সুপ্রিম কোর্টের শুনানি আছে।আশা করি স্টে অর্ডার পেতে পারি। সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী তাদের এই বৃহৎ ক্ষতির অবস্থা সম্পর্কেও অবহিত নন। আমাদের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে এবং সম্মিলিতভাবে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সম্প্রীতি রক্ষা করে চলতে হবে। সংগঠনের ট্রেজারার তথা আরটিআই অ্যাক্টিভিস্ট তৌহিদ আহমেদ খান বলেন দেশে রেল ও প্রতিরক্ষার পর সবচেয়ে বেশি সম্পত্তি রয়েছে কেন্দ্রীয় ওয়াকাফ কাউন্সিলের নিকটে। কেন্দ্রের প্রস্তাবিত ১৯৯৫ সালের ওয়াকাফ

আইনের ধারা যদি ৪০ দফা পরিবর্তিত হয়, তাহলে সংখ্যালঘু মুসলিমদের ওয়াকাফ সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের হাতে চলে যাবে। ফলে ওয়াকাফ সম্পত্তির প্রকৃতি পরিবর্তন করে অতি সহজে সরকারি সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব হবে। যা সংখ্যালঘ মুসলিমদের জন্য আরও একটি সামাজিক বিপর্যয় নেমে আসবে। পরিশেষে, পিস সংগঠনের সেক্রেটারি বলেন, আগামী সেপ্টেম্বর মাসের ১৫ তারিখে বীরভূম জেলায় পিসের জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

ওবিসি নিয়ে শিমুরালিতে ইমাম ও বুদ্ধিজীবী সভা

রায়চৌধুরী।



নিজস্ব প্রতিবেদক

নিদয়া আপনজন: ওবিসি সার্টিফিকেট পুনর্বহালের দাবিতে নদীয়ার শিমরালীতে ইমাম ও সুধী সমাবেশ করল ওয়েলফেয়ার পার্টি অফ ইন্ডিয়া নদিয়া জেলা শাখা। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সারওয়ার হাসান, রাজ্য সহ সভাপতি মির্জা নুরুল হাসান, রাজ্য সম্পাদক মামুন আক্তার, জেলা সভাপতি তাজেল আলি মন্ডল, জেলা সম্পাদক সাহাবুদ্দিন মন্ডল প্রমুখ। ওয়েলফেয়ার পার্টির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সারওয়ার হাসান বলেন, ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিলের ফলে লক্ষ লক্ষ বঞ্চিত

মানুষ গভীরভাবে চিন্তিত। অবিলম্বে এই সমস্যার দ্রুত সমাধান প্রয়োজন। রাজ্য সহ সভাপতি মির্জা নুরুল হাসান বলেন, যারা ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিলের দাবিতে মামলা করেছিল, তারা ওবিসি মুসলিমদের ভালো চান না। বারো বছর ধরে নীরবে তারা কাজ করেছে। এর বিরুদ্ধে আমাদের আইনী ও রাজনৈতিক ভাবে লড়াই করতে হবে। জেলা সভাপতি তাজেল আলি মন্ডল বলেন, ওবিসি সার্টিফিকেট সমস্যা মেটাতে বিধানসভায় বিল আনতে হবে। সুপ্রিমকোর্টে দক্ষ আইনজীবীদের নিয়োগ দিতে হবে।

আর জি করের ঘটনার দোষীদের শাস্তির দাবি সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রীর

নকীব উদ্দিন গাজী

কাকদ্বীপ আপনজন: আর জি করের চিকিৎসকের মৃত্যুর ঘটনায় তীব্র প্রতিবাদ দোষীদের শাস্তির দাবি হাসপাতালের ভাঙচুর এর ঘটনা দোষীদের শাস্তির দাবি তুলে রবিবার দিন সাগর ব্লকের রুদ্রনগর বাজারে ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের আহ্বানে আর.জি.কর হাসপাতালের ন্যক্কারজনক ঘটনার সঙ্গে জড়িত দোষীদের ফাঁসির দাবিতে এবং মা-বোনেদের সম্মান রক্ষার্থে মিছিল করে ধরনা মঞ্চে উপস্থিত হয়ে প্রতিবাদ জানালেন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা । মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা বলেন বিরোধীরা যেভাবেই মৃত্যুকে নিয়ে রাজনীতি খেলতে চাইছে তার তীব্র প্রতিবাদ জানাই। এই প্রতিবাদ মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সহকারী সভাপতি, প্রধান, উপপ্রধান ,জেলা পরিষদের সদস্য, সকল তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী



সমর্থক এবং সর্বস্তরের নেতৃত্ব ও মানুষজন। অন্যদিকে কুলপির বিধানসভাতে তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে কুলপির মোড়ে ধরনা মঞ্চে প্রতিবাদ জানালো বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার। এই মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন কুলপি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুপ্রিয় হালদার কুলপি যুব সভাপতি শামসুল আলম মীর, কুলপি ব্লক সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি আব্দুর রহিম

মোল্লা। এদিন এই মঞ্চ থেকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সংখ্যালঘু ছেলের ব্লক সভাপতি আব্দুর রহিম মোল্লা বলেন আর জি করের যে চিকিৎসকের পাশবিক অত্যাচার করে খুন করেছে সেই দোষী ব্যক্তিদের ফাঁসি হোক, পাশাপাশি সরকারি সম্পত্তি যারা ভাঙচুর করে নষ্ট করে দিয়েছে তাদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে যোগ্য শাস্তি দিতে

প্রথম নজর

অক্সফোর্ডের চ্যান্সেলর হতে আনুষ্ঠানিকভাবে আবেদন ইমরান খানের



আপনজন ডেস্ক: কারাগারে বন্দি পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। রোববার (১৮ আগস্ট) তার দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) এ তথ্য জানিয়েছে। সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার ও বরিস জনসনও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হওয়ার প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন। পিটিআই দলের নেতা জুলফিকার বুখারি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক পোস্টে বলেছেন, 'ইমরান খানের নির্দেশ অনুযায়ী অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৪ সালের চ্যান্সেলর নির্বাচনে তার আবেদনপত্র জমা দেওয়া হয়েছে। আমরা একটি ঐতিহাসিক প্রচারণার জন্য সবার সমর্থন প্রত্যাশা করছি।'

এর আগে প্রাক্তন ক্রিকেট তারকা ইমরান ২০০৫ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ব্র্যাডফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন ছাত্র। তিনি ১৯৭৫ সালে অক্সফোর্ড থেকে দর্শন, রাজনীতি ও অর্থনীতি নিয়ে স্নাতক সম্পন্ন

ইমরান খান বর্তমানে

রাওয়ালপিন্ডির উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় গ্যারিসন শহরে কারাগারে বন্দি রয়েছেন। তিনি একাধিক মামলায় জামিনের চেষ্টা করছেন, যেগুলোর মধ্যে দুর্নীতি ও সহিংসতায় উসকানি দেওয়ার মতো অভিযোগ রয়েছে। তবে ইমরান খান এ সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। এছাডা ইমরান খানের দটি দণ্ড বাতিল করা হয়েছে এবং তৃতীয় একটি আদালত স্থগিত করেছেন। ৭২ বছর বয়সী ইমরান খানকে তার পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার এক বছরেরও বেশি সময় আগে ২০২২ সালের এপ্রিলে অনাস্থা ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যত কবা হযেছিল। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর নির্বাচনের দায়িত্ব সেখানকার কনভোকেশন সদস্যদের ওপর। চ্যান্সেলরের পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ইচ্ছুক যে কাওকে কনভোকেশনের কমপক্ষে দু'জন সদস্যের মনোনয়ন পেতে হবে, যাতে তাকে যোগ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, অক্টোবরের ২৮ তারিখ থেকে শুরু হওয়া অটাম টার্মের তৃতীয় সপ্তাহে অনলাইন ব্যালটের মাধ্যমে কনভোকেশনকে নতুন চ্যান্সেলর নির্বাচন করতে বলা হবে। নতুন চ্যান্সেলর ১০ বছরের

জন্য এই পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন।

ভোটে 'কারচুপি' করার প্রতিবাদে দেশে বিদেশে ভেনিজুয়েলানদের বিক্ষোভ



আপনজন ডেস্ক: ভেনিজুয়েলার বিরোধী দলের সমর্থকরা এদমুন্দো গঞ্জালেজকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবিতে দেশে ও বিদেশের নানা জায়গায় জডো হয়েছিলেন। বিক্ষোভকারীদের দাবি, প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ২৮ জুলাইয়ের নির্বাচনে কারচুপি করে জয়ী হয়েছেন। হাজারো মান্য শনিবার ভেনিজয়েলার রাজধানী কারাকাসে জড়ো হন। বিরোধীদলীয় নেত্রী মারিয়া কোরিনা মাচাদো ২৮ জুলাইয়ের নির্বাচনের স্বাধীন, আন্তর্জাতিক যাচাইয়ের আহ্বান জানিয়েছেন এবং বিক্ষোভকারীদের রাস্তায় থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, জনগণের কণ্ঠস্বরের উধের্ব কিছু নেই, জনগণই এ কথা বলেছে। তিনি নিরাপত্তা বাহিনীকে

পক্ষ পরিবর্তন করতে এবং বিরোধীদের সমর্থন করার আহ্বান জানান। দেশটির উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর মারাকাইবোতে স্থানীয় সময় শনিবার সকাল ৯টার মধ্যে শত শত লোক জড়ো হয়েছিল। ভালেন্সিয়া, সান ক্রিস্তোবাল ও বারকিসিমেতো শহরেও শত শত বিক্ষোভকারী উপস্থিত ছিলেন। ভেনিজুয়েলার বিরোধীদের মতে, স্পেন, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি, বেলজিয়াম ও সইজারল্যান্ডেও সমাবেশ হয়েছে। এতে যোগ দিয়েছে ৭০ লাখেরও বেশি প্রবাসী ভেনিজুয়েলান। ভেনিজুয়েলার নির্বাচনী কর্তৃপক্ষ ন্যাশনাল ইলেক্টোরাল কাউন্সিল (সিএনই) বলেছে, মাদুরো এই বছরের

কম ভোট পেয়ে জয়ী হন। যদিও এর ফলে তার প্রেসিডেন্ট হিসেবে তৃতীয় মেয়াদ নিশ্চিত হয়েছে। বিরোধীদের অভিযোগ, সিএনই মাদুরোর ক্ষমতাসীন ইউনাইটেড সোশ্যালিস্ট পার্টি অব ভেনিজুয়েলার (পিএসইউভি) একটি শাখা হিসেবে কাজ করে। বিরোধী দল প্রকাশ করেছে, ভোটিং মেশিনের ৮৩ শতাংশের মধ্যে তাদের প্রার্থী এদমুন্দো গঞ্জালেজ প্রায় ৬৭ শতাংশ সমর্থন পেয়েছেন। বিক্ষোভ রুখতে সরকারি দমন-পীডনে কমপক্ষে দুই হাজার ৪০০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সংঘর্ষের ফলে কমপক্ষে ২৩ জন নিহত হয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও অর্গানাইজেশন অব আমেরিকান স্টেটস (ওএএস) বিস্তারিত ফলাফলের তালিকা প্রকাশের অনুরোধ করেছে। যুক্তরাষ্ট্র এবং বেশ কয়েকটি লাতিন আমেরিকান দেশ এদমুন্দো গঞ্জালেজকে নির্বাচনে জয়ী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। চলতি সপ্তাহের শুরুতে জাতিসংঘের একটি প্যানেল জানিয়েছে, ভেনিজুয়েলার নির্বাচনে 'স্বচ্ছতা ও সততার' অভাব

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ৫২ শতাংশের

গাজায় যুদ্ধবিরতি নিয়ে আশাবাদী বাইডেন, সন্দেহ হামাসের



আপনজন ডেস্ক: গাজায় চলমান সংঘর্ষের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি নিয়ে আশাবাদী মন্তব্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তিনি বলেন, আমরা আগের তুলনায় যুদ্ধবিরতি চুক্তির দিকে আরো কাছাকাছি এগিয়ে যাচ্ছি। তবে, তিনি সতর্ক করেছেন যে, চুক্তি ভঙ্গ করতে পারে এমন কোনো পদক্ষেপ নেয়া উচিত নয়. বিশেষত ইসরায়েলে হামাস নেতা ইসমাইল হানিয়াকে হত্যার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে তেহরানের হুমকি থাকার প্রেক্ষাপটে। সংবাদমাধ্যম বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসরায়েলের প্রতি মার্কিন সমর্থন সত্ত্বেও এবারই প্রথম নয় যে বাইডেন শান্তি চুক্তির বিষয়ে আশাবাদ প্রকাশ করেছেন। তবে, অতীতে চুক্তির প্রস্তাব নিয়ে হামাস বা ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ তেমন উচ্ছুসিত হয়নি। যদিও ইসরায়েল এখন যুদ্ধবিরতির প্রসঙ্গে মন্তব্য না করে জিম্মি মুক্তির আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা

হামাসের হামলায় আটক জিম্মিদের মুক্তি চুক্তির অন্যতম শর্ত। ইসরায়েলি জিম্মিদের মুক্তি নিয়ে পরিবারের সদস্যরা এটি গাজার জীবিত বন্দিদের মুক্তির শেষ সুযোগ হিসেবে দেখছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কাতার এবং মিশরের যৌথ উদ্যোগে প্রস্তাবিত চুক্তিতে যুদ্ধবিরতি এবং জিম্মি বিনিময়ের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে তবে, এ নিয়ে হামাসের সন্দেহ রয়েছে। ইসরায়েল বলছে, তাদের অবস্থান সবসময়ই স্থির এবং তাদের মূলনীতিতে কোনো পরিবর্তন হয়নি। তারা হামাসকে চুক্তি থেকে পিছিয়ে যাওয়ার অভিযোগ করেছে। বাইডেনের চুক্তির মধ্যে গাজার জনবহুল এলাকা থেকে ইসরায়েলি বাহিনী প্রত্যাহার, ফিলিস্তিনি বন্দিদের মুক্তির বিনিময়ে জিম্মিদের পর্যায়ক্রমে মুক্তি, এবং নিহত জিম্মিদের দেহাবশেষ ফেরত দেওয়ার প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তবে, হামাস নতুন শর্ত আরোপের জন্য ইসরায়েলকে অভিযুক্ত

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

নিজের যুদ্ধে পশ্চিমাদের জড়াতে চাইছে ইসরায়েল



আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের

রক্তপিপাস নেতানিয়াহু সরকার

নিরস্ত্র ফিলিস্তিনিদের ওপর সর্বাত্মক

হামলা চালিয়ে গেলেও শক্তিশালী

প্রতিপক্ষ ইরানের ভয়ে রীতিমতো

সিঁটিয়ে আছে। এখন সম্ভাব্য ইরানি

হামলা প্ৰতিহতে পশ্চিমা বন্ধু রাষ্ট্রদের কাছে সাহায্য চাইছে তারা। এরইমধ্যে পশ্চিমা কয়েকটি দেশের কাছে ইসরায়েল আহ্বান জানিয়েছে, যদি ইরান হামলা করে বসে, তাহলে যেন এগিয়ে আসে তারা। যে কোনো সময় ইসরায়েলে হামলা চালাতে পারে ইরান। তবে তেহরান একা নয়, বিভিন্ন দেশে থাকা তাদের প্রক্সিরাও এ হামলায় যোগ দিতে পারে। এমন শঙ্কা থেকে এবার ইসরায়েলও জোট গড়তে মনোযোগী হয়েছে। ইসরায়েলকে বাঁচাতে যুক্তরাষ্ট্র সব ধরনের সহায়তার জন্য প্রস্তুত। তবে ইসরায়েল চাইছে আরও দুই পশ্চিমা দেশ তেল আবিবকে বাঁচাতে এগিয়ে আসুক। এ লক্ষ্যে ওই দুই দেশের শীর্ষ কৃটনীতিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন ইসরায়েলি কর্মকর্তারা। ইসরায়েল চাইছে, তেল আবিবকে বাঁচাতে এগিয়ে আসুক যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স। তারা এ জোটে যোগ দিয়ে শুধু ইসরায়েলকে রক্ষাই করবে না বরং ইরানের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতেও হামলা চালাবে, এমনটাই প্রত্যাশা ইসরায়েলের। নিজের ব্রিটিশ ও ফরাসি সমকক্ষ ডেভিড ল্যামি ও স্টেফান সোজোরনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এমন আহ্বান জানিয়েছেন ইসরায়েলি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসরায়েল কাটজ। ওই বৈঠকের পর এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে ইসরায়েল। ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠনের মধ্যে একটি যুদ্ধবিরতি নিয়ে সম্প্রতি নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। এই অঞ্চলে উত্তেজনা প্রশমন এবং ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠনের মধ্যে যুদ্ধবিরতি নিশ্চিতে তেল আবিব গিয়েছিলেন ল্যামি ও সোজোরনে। তখনই ইসরায়েলি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে ওই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তবে ইরানের সম্ভাব্য হামলায় তাদের ভূমিকা কী হবে, তা জানাননি ব্রিটিশ ও ফরাসি পররাষ্ট্রমন্ত্রী। পরে ফরাসি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, আমরা একটি কূটনৈতিক সমাধান খোঁজার চেষ্টা করছি। এমতাবস্থায় ইসরায়েলের জবাব কেমন হবে, তা নিয়ে আলোচনা করা সমীচীন নয়। তবে আমরা ইরানের পাল্টা হামলা ঠেকাতে কাজ করছি।

নতুন রাজধানীতে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করল ইন্দোনেশিয়া





হচ্ছে। তাছাড়া বিদেশি বিনিয়োগেরও অভাব রয়েছে। ২০২২ সালের শুরুর দিকে বোর্নিও দ্বীপের পূর্ব প্রান্তের নুসানতারা শহরকে নতন রাজ্ধানী হিসেবে বেছে নেয় ইন্দোনেশিয়া। এটি দেশটির ইস্ট কালিমানতান প্রদেশে অবস্থিত। সে সময় জাকার্তা থেকে বোর্নিও দ্বীপে রাজধানী স্থানান্তর করার বিষয়ে দেশটির হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভে একটি বিল পাস হয়। ইন্দোনেশিয়ার সমগ্র দ্বীপপুঞ্জের নৃ-তাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠীকে বোঝাতে নুসানতারা নামকরণ করা হয়। প্রেসিডেন্ট জোকো উইদোদো এ নামটি প্রস্তাব করেন। জনাকীর্ণ, দৃষিত এবং ধীরে ধীরে সাগরে তলিয়ে যাওয়া রাজধানী জাকার্তাবাসীকে মুক্তি দিতেই ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেয়ার কথা জানিয়েছিলেন জোকো উইদোদো। ইস্ট কালিমানতান প্রদেশের নুসানতারা নামের এই নতুন

রাজধানী জাকার্তা থেকে উত্তর-পূর্বে দুই হাজার কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনা, ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি এবং বিভিন্ন সেবামূলক কাজ পরিচালনার মূল কেন্দ্র জাকার্তা। তবে ইন্দোনেশিয়ার ৩৪টি প্রদেশের সমতুল্য নুসানতারার একটি প্রাদেশিক পর্যায়ের প্রশাসনও থাকবে বলে জানা গেছে। রাজধানী পরিবর্তনের এই উচ্চাকাঙ্খী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ইন্দোনেশিয়া সরকারকে ৪৬৬ ট্রিলিয়ন রুপিয়া (প্রায় ৩৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) খরচ করতে হবে। যদিও জাকার্তায় এক দ্রীফিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণেই বছরে একশ ট্রিলিয়ন রুপিয়া খরচ হয়ে যায় দেশটির। সরকারি তহবিল থেকেই ব্যয় হয় এই অর্থ। জানা গেছে, যানজটের কারণে বেহাল অবস্থা বর্তমান রাজধানী জাকার্তার। তবে রাজধানী সরিয়ে নেয়ার পেছনে আরও নানাবিধ কারণ রয়েছে। প্রায় অর্ধেক। জাকার্তার বর্তমান অবস্থান সমুদ্রপৃষ্ঠের নিচে। সেখানকার বহু মানুষ জলাভূমিতে বসবাস করছেন। জাকার্তা নগরীর বেশ কিছু এলাকা ২৫ সেন্টিমিটারের বেশি তলিয়ে যায় প্রতিবছর। মূলত জাকার্তা শহরটি জাভা সাগর পরিবেষ্টিত এবং এটির মধ্য দিয়ে

৬ কোটি ৮০ লাখ মানুষ এসএডিসি-র নির্বাহী পরিচালক ইলিয়াস মাগোসি জানান,



উল্লেখ করেছে, ৭ অক্টোবর

আপনজন ডেস্ক: খরার মুখে পড়েছে আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ। তারা খাদ্যে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। জিম্বাবুয়ের রাজধানী হারারে অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক ১৬ জাতির সংস্থা সাউথ আফ্রিকান ডেভেলপমেন্ট কমিউনিটি (এসএডিসি)-এর বৈঠকে এ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। শনিবার যুক্তরাজ্যের সংবাদমাধ্যম রয়টার্স এ তথ্য জানিয়েছে। খবরে বলা হয়, আফ্রিকা অঞ্চলের ১৬ জাতির ব্লক শনিবার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, এল-নিনোর প্রভাবে আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলে খরা দেখা দিয়েছে। এল-নিনোর কারণে এ সব অঞ্চলের সব ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। এতে করে ২০২৪ সালের প্রথম দিকে এ খরা দেখা দেয়। এর ফলে পশুখাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে। অঞ্চলজুড়ে খাদ্যঘাটতি দেখা দিয়েছে। এসব অঞ্চলের অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়েছে।

আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলের ৬ কোটি ৮০ লাখ মানুষ অর্থাৎ এ অঞ্চলের ১৭ শতাংশ মানুষের জন্য জরুরি ত্রাণ সহায়তার প্রয়োজন পড়েছে। ইলিয়াস মাগোসি বলেন, ২০২৪ সালের বযাকাল এ অঞ্চলকে চ্যালেঞ্জার মুখে ফেলেছে। এল-নিনোর নেতিবাচক প্রভাব হিসেবে দেরিতে বৃষ্টিপাত হয়েছে। সে কারণে সাম্প্রতিক বছরগুলোর মধ্যে এবছর সবচেয়ে চরম খরা দেখা দিয়েছে। প্রশান্ত মহাসাগরের পানির উষ্ণতা আবহাওয়ার ধরন পাল্টে দিয়েছে। গ্রানহাউস গ্যাস নির্গমণের ফলে এর স্বাভাবিক তাপমাত্রার চেয়ে বেড়ে গেছে। এসএডিসি'র পক্ষ থেকে আহ্বান জানিয়ে বলা হয়, জিম্বাবুয়ে, জান্বিয়া, মালয়ে খাদ্যঘাটতির ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়া লেসেথো, নামিবিয়া মানবিক ত্রাণ সহায়তার আহ্বান জানিয়েছে। এসএডিসি সভাপতি ও অ্যাঙ্গোলার প্রেসিডেন্ট জুয়াও লরেনকো বলেছেন, চলতি বছরের মে মাসে এ অঞ্চলের খরা মোকাবিলা করার জন্য ৫.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের মানবিক সহায়তার আহ্বান জানানো হয়। কিন্তু শিগগিরই এ সহায়তা পাওয়া যাবে কি না, সে

বিষয়ে নিশ্চয়তা পাওয়া যায়নি।

খরার মুখে আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলের

আরব আমিরাত

মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল



আপনজন ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাতে মৃদু ভূমিকম্পন অনুভূত হয়েছে। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৩। রোববার (১৮ আগস্ট) দেশটির ন্যাশনাল সেন্টার অব মেটিওরোলজি (এনসিএম) জানিয়েছে, স্থানীয় সময় দুপুর ১২টা ১৪ মিনিটে দিব্বা উপকূলের কাছে ভূমিকম্পটি রেকর্ড করা হয়। তবে ভূকস্পনে আরব আমিরাতের

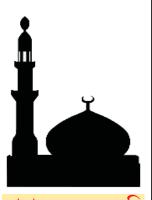
সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৫১মি.

ইফতার: সন্ধ্যা ৬.১০ মি.

বাসিন্দার প্রাত্যহিক জীবনে কোনও প্রভাব ফেলেনি। এর আগে ৮ জুন আরব আমিরাতের মাসাফিতে স্থানীয় সময় রাত ১১টা ১ মিনিটে রিখটার ক্ষেলে ২. ৮ মাত্রার মৃদু ভূমিকম্প রেকর্ড করা হয়। তারও আগে ২৯ মে, সংযুক্ত আরব আমিরাতের বাসিন্দারা ওমান সাগরে আঘাত করা ছোটখাটো ভূমিকম্প অনুভব করেন।

থাইল্যান্ডের সর্বকনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী



নামাজের সমর সূচ		
ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৫৯.৩	84.3
যোহর	38.66	
আসর	8.50	
মাগরিব	৬.১০	
এশা	9.২8	

তাহাজ্জুদ ১১.০১

পেতংতার্ন



আপনজন ডেস্ক: থাইল্যান্ডের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও ধনকুবের থাকসিন সিনাওয়াত্রার মেয়ে পেতংতার্ন সিনাওয়াত্রাকে নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত করেছে দেশটির পার্লামেন্ট। ৩৭ বছর বয়সী পেতংতার্ন সিনাওয়াত্রা হবেন দেশটির সর্বকনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী। এর আগে তার ফুফু ইংলাক সিনাওয়াত্রা থাইল্যান্ডের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

ব্রাজিলে কার্যক্রম বন্ধের ঘোষণা দিল এক্স



কনস্ত্রাকশনের কাজ বিলম্বিত

আপনজন ডেস্ক: লাতিন আমেরিকার দেশ ব্রাজিলে কার্যক্রম বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স। এক্স কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, কার্যক্রম বন্ধের সিদ্ধান্ত 'অবিলম্বে' কার্যকর করা হবে । তবে এ ঘোষণা দেওয়ার পরও দেশটিতে ব্যবহারকারীরা এক্সে প্রবেশ করতে পারছিলেন বলে জানা গেছে। ব্রাজিলের অন্যতম শীর্ষ বিচারকের সঙ্গে ভুয়া তথ্য মোকাবিলায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমটির অধিকার ও দায়িত্ব নিয়ে আইনি লড়াইয়ের পর এক্স (সাবেক

টুইটার) কর্তৃপক্ষ এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স আগে 'টুইটার' নামে পরিচিত ছিল। ২০২২ সালে মালিকানা পরিবর্তন হওয়ার পর নতুন নাম

শনিবার এক্স কর্তৃপক্ষ এক পোস্টে জানিয়েছে, আমরা গভীরভাবে দুঃখিত যে আমাদের এমন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হচ্ছি। এর দায় শুধু ব্রাজিলের সুপ্রিম কোর্টের বিচারক আলেকজান্দ্রে দে মোরায়েসের ওপর বর্তায়। জানা গেছে, চলতি বছরের শুরুর

দিকে বেশকিছু অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিতে এক্সকে নির্দেশ দেন বিচারক আলেকজান্দ্রে। এসব অ্যাকাউন্ট থেকে মিথ্যা সংবাদ ও ঘৃণামূলক বাৰ্তা ছড়ানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। এর মধ্যে কিছু অ্যাকাউন্ট ব্রাজিলের সাবেক উগ্র ডানপন্থি প্রেসিডেন্ট জইর বলসোনারোর সমর্থকদের ছিল।

গাজায় বোমায় উড়ে গেলেন দুই ইসরায়েলি সেনা



১৩টি নদী বয়ে গেছে।

আপনজন ডেস্ক: অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় রাস্তার পাশে পুঁতে রাখা বোমায় দখলদার ইসরায়েলের দুই সেনার মৃত্যু হয়েছে। গত শনিবার সন্ধ্যায় এ ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ)। নিহত সেনারা হলেন, মেজর (রিজার্ভিস্ট) ইজহাক পেলেদ এবং সার্জেন্ট মেজর (রিজার্ভিস্ট) মোরদেচাই ইসুফ বেন সোয়াম। ইজহাক পেলেদ ছিলেন লজিস্টিক অফিসার। অপরদিকে মোরদেচাই ইসুফ সেনাবাহিনীর ট্রাকচালক ছৈলেন। তারা দুজনই সেনাবাহিনীর

ব্যাটালিয়নে কর্মরত ছিলেন। ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইসরায়েল জানিয়েছে, ইজহাক পেলেদ সেনাবাহিনীর একটি বহরকে নেতৃত্ব দিয়ে গাজার জেইতুনে যাচ্ছিলেন। ওই বহরে সেনাদের জন্য যুদ্ধ সরঞ্জাম ছিল। অপরদিকে মোরদেচাই ইসুফ ওই বহরের একটি গাড়ির চালক ছিলেন।

গাড়ি নিয়ে যাওয়ার পথে গাজার মধ্যাঞ্চলে (কথিত) নেতজারিম করিডরের পাশে পুঁতে রাখা বোমা বিস্ফোরিত হয়। এতে এ দুজন নিহত ও বাকিরা আহত হন। ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী জানিয়েছে, হামাসের যে যোদ্ধা বোমাটি পুঁতেছিলেন তিনি ইসরায়েলি সেনাদের লক্ষ্য করে গুলিও ছোড়েন। সফলভাবে বোমার বিস্ফোরণ ও গুলি ছুড়ে সেখান থেকে নিরাপদে সরে যান ওই হামাস সদস্য।



Email- amfbaruipur@gmail.com

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ২২৪ সংখ্যা, ৩ ভাদ্র ১৪৩১, ১৩ সফর, ১৪৪৬ হিজরি



অগণতাম্বিক

নবেতিহাসের সবচাইতে নির্বাচনি বত্সর হইল ২০২৪

সাল। কারণ এই বত্সর ৬০টির বেশি দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতেছে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দেশের নির্বাচন সম্পন্ন হইয়াছে। যেমন ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, মেক্সিকো, রাশিয়া প্রভৃতি। এই সকল নির্বাচন লইয়া দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস এক বিশ্লেষণ প্রকাশ করিয়াছে। তাহাদের ভাষ্য অনুযায়ী অধিকাংশ নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যাইতেছে যে, কর্তৃত্ববাদী শাসকরা ধাক্কা খাইতেছেন। কর্তৃত্ববাদী সরকারগুলির জন্য এই সকল নির্বাচন চ্যালেঞ্জ হিসেবে ধরা দিয়াছে। ভোটাররা যেইখানে সুষ্ঠভাবে ভোট দেওয়ার ও বিকল্প প্রার্থী বাছাইয়ের সুযোগ লাভ করিতেছেন, সেইখানে তাহারা ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছেন না। ইহাতে কেহ কেহ পুনরায় ক্ষমতায় আসিলেও আগের তুলনায় পাইয়াছেন কম ভোট। কেহ-বা আবার হারাইয়াছেন সংখ্যাগরিষ্ঠতা। ফলে তাহাদের জোটনির্ভরতা বাড়িয়াছে। বিশ্লেষকরা মনে করিতেছেন, ২০২৪ সাল হইবে গণতন্ত্রের জন্য অগ্নিপরীক্ষাস্বরূপ। ইহাতে বিভিন্ন দেশে কর্তৃত্ববাদী সরকার আবার ক্ষমতায় আসিতে ব্যর্থ হইতে পারে। শত হতাশার মধ্যে ইহা একটি আনন্দদায়ক সংবাদই বটে। দেখা যাইতেছে, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়ন্ত্রণে লইয়াও কর্তৃত্ববাদী শাসকেরা সাফল্য লাভ করিতেছেন না। জনগণের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটিতেছে ব্যালটে। গণতন্ত্রকামী মানুষ ও বিশ্বের জন্য ইহার চাইতে সুখবর আর কী হইতে পারে? সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার নির্বাচনে গত ৩০ বতসরের মধ্যে এই প্রথম প্রতিষ্ঠিত শাসক দল আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের আধিপত্য খর্ব হইয়াছে। তাহারা নির্বাচনে হারাইয়াছে সংখ্যাগরিষ্ঠতা। মেক্সিকোতে ক্ষমতাসীন আন্দ্রেস ম্যানুয়েল লোপেজকে পরাজিত করিয়া ভূমিধস বিজয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইয়াছেন জলবায়ুবিজ্ঞানী ক্লডিয়া শেনবাউম। তিনি দেশটির প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট। ভারত ও তুরক্ষে যাহাদের অপরাজেয় নেতা হিসেবে মনে করা হইত, নির্বাচনি ফলাফলে তাহারাও পিছাইয়া পড়িয়াছেন। ভারতে হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের এখন ধর্মনিরপেক্ষ দলের সহিত জোট করিয়া সরকার গঠন করিতে হইতেছে। তুরস্কের বিরোধীরা গত এপ্রিলে দীর্ঘদিন ধরিয়া ক্ষমতায় থাকা জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টির বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াছেন। স্থানীয় নির্বাচনে জয়লাভের মাধ্যমে ইস্তাম্বুল ও রাজধানী আঙ্কারার মতো গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলির নিয়ন্ত্রণ লইয়াছেন। তবে রাশিয়ার কর্তৃত্ববাদী শাসক ভ্লাদিমির পুতিন গত মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ৮৮ শতাংশ ভোট পাইয়া আবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইলেও ভোটের এই হিসাব আসলে রাশিয়ার জনসাধারণের অনুভূতির সঙ্গে যে মিলে না, তাহা বলাই বাহুল্য। ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে ভোটারদের কেন এই ক্ষোভ? বিশ্লেষকরা বলিতেছেন, বিগত বত্সরগুলিতে জনপ্রিয় ও ক্ষমতাধর অনেক শাসক সীমা লঙ্ঘন করিয়াছেন। তাহারা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির উত্তরোত্তর বিকাশ ও উন্নয়নের বদলে তাহা ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছেন। সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন লইয়া সন্দেহের বীজ বপন করিয়াছেন। নির্বাচনে জয়লাভ করিতে রাষ্ট্রীয়, সাংবিধানিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির অপব্যবহার চলে। এই সকল অপব্যবহার করিয়াও অনেকের রক্ষা হয় নাই। এই ব্যাপারে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক গণতান্ত্রিক ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক বেন আনসেল বলিয়াছেন যে, গণতান্ত্রিক দেশের শাসক দলগুলি যাহা চায় নাই, এমন ফলাফল আসিয়াছে নির্বাচনে। জটিল অর্থনৈতিক পরিবেশের কারণে অস্থিতিশীল হইয়া পডায় কর্তত্ববাদীদের মতো আচরণ করিয়াও তাহারা রক্ষা পান নাই। অব্যাহত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, দীর্ঘস্থায়ী বেকারত্ব ও অসম অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি—ভোটারদের বিক্ষুব্ধ হইবার এই সকলই মূল কারণ। যে কারণে বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের নির্বাচনে ধর্মীয় জুজুর ভয়ের চাইতে ভোটাররা অর্থনীতিকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। অযোধ্যায় ক্ষমতাসীনদের ভরাড়ুবি কি তাহারই ইঙ্গিতবহ নহে? প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্র হইল স্টেট অব মাইন্ড। এই জন্য আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা বলেন, 'ইফ উই ওয়ান্ট ডেমোক্রেসি টু ফ্লারিশ, উই উইল হ্যাভ টু ফাইট ফর ইট। উই উইল হ্যাভ টু নার্চার ইট। অ্যান্ড উই উইল হ্যাভ টু ডেমোনস্ট্রেইট ইটস ভ্যালু।' অর্থাত্ গণতন্ত্রকে বিকশিত ও শক্তিশালী করিতে হইলে আমাদের এই জন্য নিরন্তর লড়াই করিয়া যাইতে হইবে। ইহার প্রতি যত্নবান হইতে হইবে এবং ইহার মূল্যবোধ প্রতিপালন করিয়া যাইতে হইবে। আমরা যদি এই হিতোপদেশ মানিয়া চলি এবং অগণতান্ত্রিক আচরণের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াই, তাহা হইলে কোনো দেশের মানুষ গণতান্ত্রিক অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে না।

বাংলাদেশে, বিশেষ করে স্বাস্থ্যশিক্ষা বিষয়ে ভারতীয় শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ রয়েছে। সাম্প্রতিক আন্দোলন ঘিরে

রয়েছে। সাম্প্রতিক আন্দোলন ঘিরে সৃষ্ট পরিস্থিতে বাংলাদেশ থেকে ভারতে ফিরে আসা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে এমনটা জানা

সম্প্রতি বাংলাদেশ থেকে ফিরে আসা ১০ জন শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা হয় প্রথম আলোর। তাঁরা বলেন, এখন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শিক্ষার্থী বাংলাদেশে পড়তে যাচ্ছেন। তবে পশ্চিমবঙ্গ, কাশ্মীর ও উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে যাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি। কিশোরগঞ্জের রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ মেডিকেল কলেজের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুরের সুদীপ্ত মাইতি। তিনি বছর চারেক আগে বাংলাদেশে পড়তে যান। সে সময় যত ভারতীয় শিক্ষার্থী বাংলাদেশে ছিলেন, তার চেয়ে এখন সংখ্যাটা বেড়েছে বলে জানান তিনি। তাঁর ধারণা, সংখ্যাটা বেশ কয়েক হাজার ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্প্রতি ভারতীয় সংসদে জানান, ৯ হাজার ভারতীয় শিক্ষার্থী বাংলাদেশে পড়ছেন। বাংলাদেশে উদ্ভূত পরিস্থিতে তাঁদের বড় অংশই গত জলাইয়ে ভারতে ফিরে এসেছেন। সুদীপ্তর মতে, এই ভারতীয় শিক্ষার্থীর বাংলাদেশে পড়তে যাওয়ার একটি প্রধান কারণ যাওয়া-আসার সুবিধা। সুদীপ্ত বলেন, 'এই গন্ডগোলের সময়েও আমরা আখাউড়া থেকে আগরতলা হয়ে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কলকাতায় চলে এলাম। সেখান থেকে আমার বাড়ি মেদিনীপুরে পৌঁছাতে আরও কিছুটা সময় লাগল। এটা অন্য দেশ হলে সম্ভব

হতো না।' অন্য দেশ বলতে রাশিয়া, ইউক্রেন, চীনসহ মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন দেশের কথা বুঝিয়েছেন সুদীপ্ত। এসব দেশেও পড়তে যান ভারতের শিক্ষার্থীরা। এসব দেশেও পড়ার খরচ অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু এসব দেশের ক্ষেত্রে এত দ্রুত যাওয়া-আসা করা যায় না। সুদীপ্তর কথায়, অন্যত্র যাওয়া-আসার অসুবিধার পাশাপাশি ভাষার সমস্যাও রয়েছে। আর খাওয়াদাওয়ার সমস্যা তো আছেই। বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগব্যবস্থা এখন এতই ভালো যে প্রায় সব জায়গা থেকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দেশে ফিরে আসা যায়। সম্ভবত এ কারণে ভারত থেকে এত শিক্ষার্থী বাংলাদেশে পডতে যাচ্ছেন। বাংলাদেশে পডাশোনা প্রসঙ্গে কাশ্মীরের এক ছাত্রী, যিনি নিজেকে শুধু 'কাজি' নামে পরিচয় দিতে

জন্য গুরুত্বপূর্ণ।'
এমবিবিএসের পঞ্চম বর্ষের ছাত্রী
কাজি বললেন, 'আমি ২০১৯
সালে ঢাকার আদ্-দ্বীন মেডিকেল
কলেজে পড়ার জন্য বাংলাদেশে
যাই। তখন কাশ্মীরে মাত্র দুটি
সরকারি মেডিকেল কলেজ ছিল।
আর কোনো প্রাইভেট মেডিকেল
কলেজ এখানে ছিল না। কিন্তু
বাংলাদেশ সে সময় অনেকগুলো

ইচ্ছুক, তিনি বললেন, 'পড়ার

নুযোগ ও খরচ—দুটিই আমাদের

ভারতের শিক্ষার্থীরা কেন বাংলাদেশে পড়তে যান

বাংলাদেশে, বিশেষ করে স্বাস্থ্যশিক্ষা বিষয়ে ভারতীয় শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ রয়েছে। সাম্প্রতিক আন্দোলন ঘিরে সৃষ্ট পরিস্থিতে বাংলাদেশ থেকে ভারতে ফিরে আসা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে এমনটা জানা গেল। সম্প্রতি বাংলাদেশ থেকে ফিরে আসা ১০ জন শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা হয় প্রথম আলোর। তাঁরা বলেন, এখন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শিক্ষার্থী বাংলাদেশে পড়তে যাচ্ছেন। তবে পশ্চিমবঙ্গ, কাশ্মীর ও উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে যাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি।। লিখেছেন শুভজিৎ বাগচী



বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ছিল। যে কারণে আমি ও আমার অনেক বন্ধু বাংলাদেশে পড়তে যাই।' ভারতীয় শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশের বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে ভর্তিতে সহায়তা করেন কলকাতার শিক্ষা পরামর্শদাতা কাজী মহম্মদ হাবিব। তাঁর সংস্থা চেকমেট ভারতীয় শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশের বিভিন্ন বেসরকারি মেডিকেল কলেজের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেয়। তাঁদের পড়তে পাঠানোর জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরি করাসহ কলেজ পর্যন্ত যেতে প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালন করে। মহম্মদ হাবিব বলেন, বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ৭০টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ রয়েছে। দেশটিতে দ্রুত বেসরকারি মেডিকেল কলেজের সংখ্যা বেড়েছে, বাড়ছে। ভারতসহ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশে পড়তে যাওয়ার অন্যতম একটি কারণ বেসরকারি মেডিকেল কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি। তবে দেশটির বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটের কারণে আগামী কয়েক বছর হয়তো বেসরকারি মেডিকেল কলেজ তৈরি হওয়ার প্রবণতা কমবে। তবে এই দুই সংকট কাটলে আবার বেসরকারি মেডিকেল কলেজের সংখ্যা বাড়বে। তখন দেশটিতে ভারতীয় শিক্ষার্থী যাওয়ার প্রবণতা আরও বাড়বে। বড় কারণ খরচ কম

বাংলাদেশে পড়তে যাওয়ার বড় কারণ হিসেবে কম খরচের বিষয়টি উল্লেখ করেন কাশ্মীরের ছাত্রী কাজি ও তাঁর আরেক বন্ধু। কাজি বলেন, ভারতে বেসরকারি মেডিকেল কলেজে পড়তে এক কোটি রুপির মতো খরচ পড়ে। আর আনুষক্ষিক সব খরচ ধরলে ব্যয় কোটি রুপি ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু বাংলাদেশে সব মিলিয়ে মোটামুটিভাবে ৪০ থেকে ৫০ লাখ রুপি সমমানের খরচে পড়াশোনা শেষ করা যায়।

সুদীপ্ত বলেন, ঢাকার মতো প্রধান শহরের বাইরে ছোট উপশহরে এই খরচ দাঁড়ায় ৩০-৩৫ লাখ রুপির সমপরিমাণ।

কিশোরগঞ্জের রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ মেডিকেল কলেজে সুদীপ্তর চেয়ে এক বছরের জ্যেষ্ঠ শিক্ষার্থী পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসিত আনোয়ার। তাঁর ভাষ্য, মূলত খরচ কম বলেই ভারতীয় শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশে পড়তে যান। কিন্তু তার মানে এই নয় যে সেখানে পডাশোনার মান খারাপ। একজন ভারতীয় শিক্ষার্থী যদি বিদেশে মেডিকেল অধ্যয়ন সম্পন্ন করেন, তাহলে দেশে ফিরে তাঁকে চিকিৎসক হিসেবে কাজ করার জন্য ফরেন মেডিকেল গ্র্যাজুয়েশন এক্সামিনেশন (এফএমজিই) পাস করতে হয়। ইউরোপ-আমেরিকা থেকে পড়ে এলে এ ক্ষেত্রে কিছ ছাড দেওয়া হয়।

যেসব শিক্ষার্থী মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন

দেশ বা রাশিয়া থেকে পড়ে

আসেন, তাঁদের চেয়ে বাংলাদেশ থেকে পড়ে আসা শিক্ষার্থীরা অনেক বেশি সংখ্যায় এফএমজিই পাস করেন বলে জানান বাসিত। তাঁর মতে, এর একটি সম্ভাব্য কারণ হলো উভয় দেশের পাঠ্যক্রম মূলত একই। ভারতে তাঁরা যে বই পড়েন, বাংলাদেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে একই বই পড়তে হয়। শিক্ষকদের অনেকে ভারতে পড়েছেন। তাঁরা ভারতীয় শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন। তাঁরা জানেন, ভারতীয় শিক্ষার্থীদের দেশে ফিরে এফএমজিই পরীক্ষায় বসতে হবে। ভারতে প্র্যাকটিস করার জন্য। ভারতের চাহিদা সম্পর্কে এই সচেতনতার কারণে এখানকার ছেলেমেয়েরা অনেকেই বাংলাদেশে পড়তে যাওয়া পছন্দ করেন। এফএমজিই পরীক্ষায় পাস করাটা অবশ্য খুব একটা সমস্যার নয় বলে মনে করেন বাসিত। মোট ১৯টি বিষয় নিয়ে ৩০০ নম্বরের পরীক্ষা দিতে হয়। পরীক্ষায় ১৫০ নম্বর পেলেই চিকিৎসক হিসেবে গণ্য

করা হয়।
বাসিত জানান, এখানে কোনো
নেগেটিভ নম্বর দেওয়া হয় না।
এটা অন্য সব প্রতিযোগিতামূলক
পরীক্ষার মতো নয়, যেখানে যাঁরা
বেশি নম্বর পাবেন, তাঁরাই পরবর্তী
পর্যায়ে যেতে পারবেন। এখানে
১৫০ নম্বর পেতে হবে। তাহলেই
একজন চিকিৎসক হিসেবে কাজ
করতে পারবেন। এই ব্যবস্থা রাখার
প্রধান কারণ দেশে চিকিৎসকর

সংখ্যা কম। তাই এটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা নয়। আর একেকজন অনেকবার এফএমজিই দিতে পারেন। ফলে শেষ পর্যন্ত পাস করাটা খুব সমস্যা

নয়।
তবে এ ক্ষেত্রে অন্য একটি সমস্যা
রয়েছে বলে জানালেন বাসিত।
তাঁর ভাষ্য, 'আমাদের যে অংশটা
থিওরি (তত্ত্ব), সেই অংশটা প্রায়
পুরোপুরি ভারতের পাঠ্যক্রমের
মতো। তবে প্র্যাকটিক্যাল
(ব্যবহারিক) অংশটায় কিছু সমস্যা
আছে। এখানে হয়তো কিছুটা কম
সময় দেওয়া হয়, যার ফলে
বিষয়টা পুরোপুরি বুঝে ওঠা সম্ভব
হয় না। তবে ভারতে ফিরে
এফএমজিই দিয়ে যখন একজন
শিক্ষার্থী কোনো মেডিকেল কলেজে
ইন্টার্নশিপ করতে শুরু করেন,
তখন এই ঘাটতিটা পুষিয়ে নেওয়া
যায়।'

বাসিতের বক্তব্যের সঙ্গে একমত হলেন তাঁর অন্য বন্ধুরাও।
'বেশি শিক্ষার্থী ভারতের'
মহম্মদ হাবিব বলেন, বাংলাদেশে
৭০টি বেসরকারি মেডিকেল
কলেজে প্রায় ৩ হাজার ১০০
আসন আছে। এর মধ্যে ৪৫
শতাংশ বিদেশি শিক্ষার্থী রয়েছে।
এই বিদেশি শিক্ষার্থীদের বেশির
ভাগই ভারতের।
বাংলাদেশের স্বাস্থ্য শিক্ষা
অধিদপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তি থেকে
জানা যায়, ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে
মোট ১ হাজার ৬৭ জন ভারতীয়
শিক্ষার্থী সে দেশে মেডিকেলে

পড়তে গেছেন। নেপাল, ভুটান ও পাকিস্তান থেকে গেছেন যথাক্রমে ২৬৪ জন, ১২ জন ও২ জন। ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, কানাডা ও ফিলিস্তিন থেকে গ্রেছেন একজন করে শিক্ষার্থী। বাংলাদেশের সরকারি মেডিকেল কলেজে সার্কভুক্ত দেশগুলোর শিক্ষার্থীদের জন্য ২২০টি আসন সংরক্ষিত রয়েছে। এর মধ্যে ২২ জনকে পাঠাতে পারে ভারত। মহম্মদ হাবিব মনে করেন, বাংলাদেশে প্রাইভেট মেডিকেল কলেজের বিস্তারের ফলে সার্কভুক্ত দেশের যেমন লাভ হয়েছে, তেমনি লাভ হয়েছে বাংলাদেশেরও। সে দেশে এমবিবিএস পড়ার খরচ পড়ে ৩০ থেকে ৫০ লাখ রুপির সমপরিমাণ। সূতরাং ভারতীয় শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে একটা ভালো অঙ্কের অর্থ আয় করছে বাংলাদেশের মেডিকেলে ভারতীয়

শিক্ষার্থী যখন বাড়ছে, তখন আবার বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশি রোগী ভারতে চিকিৎসার জন্য আসছেন। কেন এমনটা হচ্ছে, এটা একটা বড় প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তরে মহম্মদ হাবিব বলেন, এখানে একটা দিক হলো চিকিৎসা অধ্যয়ন, অপরটি হলো চিকিৎসাসেবা। বাংলাদেশে বিশেষত চিকিৎসাশিক্ষার উন্নতি হয়েছে। কিন্তু চিকিৎসাসেবায় তারা এখনো পিছিয়ে আছে। এ কারণে বাংলাদেশি রোগীরা ভারতে আসেন।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের পাশাপাশি অন্য বিষয়েও ভারতীয় শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশে পড়তে দেখা যাচ্ছে। যেমন পাঠশালা সাউথ এশিয়ান মিডিয়া ইনস্টিটিউটের কথা বলা যায়। এই প্রতিষ্ঠানটি ফটোগ্রাফি, ভিডিও, টেলিভিশন, ফিল্ম আর্টের চর্চা করে। এখানে ছয় মাসের কোর্স করে দেশে ফিরেছেন পশ্চিমবঙ্গের সুপর্ণা নাথ। তিনি বলেন, পাঠশালা একটি ভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান। তাই প্রতিষ্ঠানটির প্রতি বিদেশি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়ছে। ভারতীয় শিক্ষার্থীসহ বিশ্লেষকেরা বলছেন, বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশে বেসরকারি শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ বেড়েছে। ফলে দক্ষিণ এশিয়ার 'এডুকেশন হাব' হিসেবে গড়ে উঠছে বাংলাদেশ। এ কারণে দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশে পড়তে ভারতীয় শিক্ষার্থীদের ভাষ্য.

বাংলাদেশে পড়ালেখা করার ক্ষেত্রে তাঁরা স্বাচ্ছন্যবোধ করে এসেছেন। তাঁরা আন্তরিক উষ্ণতা পেয়ে এসেছেন। এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে সাম্প্রতিক আন্দোলনের জেরে তাঁদের যে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল, তা ছিল দুঃস্বপ্নের মতো। রাতের অন্ধকারে দেশে ফেরার তাঁদের অ্যাস্থলেন্স করে বিমানবন্দরে ছুটতে হয়েছিল। পথে নানান মর্মান্তিক দৃশ্য চোখে পড়েছে। তবে তাঁরা এখন আশা করছেন, শিগগিরই বাংলাদেশের পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক হবে। তাঁরা বাংলাদেশে গিয়ে আগের মতো স্বাভাবিকভাবে পড়াশোনা শেষ করতে পারবেন। সৌ: প্র: আ:

ছড়িয়ে পড়েছে যে তাঁর দেশে

বিপ্লবের ঢেউ আছড়ে পড়বে কি

অঙ্গোলা, নামিবিয়া, মোজাম্বিক ও

দক্ষিণ আফ্রিকাতেও নিকট অতীতে

প্রতিবাদ হয়েছে। দুর্নীতি, অসাম্য

যেকোনো সময় সুশাসন, বৈষম্য ও

পরিষ্কারভাবে আফ্রিকার তরুণদের

আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক

পরিবর্তন নিশ্চিত করতে বলিষ্ঠ

ভূমিকা পালন করতে উৎসাহিত

আফ্রিকার সাব-সাহারা অঞ্চলের

দমনমূলক সরকারব্যবস্থার প্রতি

মোহভঙ্গ ঘটেছে। তাঁরা তাঁদের

আওয়াজ জানান দিতে রাস্তায়

তরুণদের মধ্যে দুর্নীতি, অদক্ষতা,

ও অর্থনৈতিক মন্দা নিয়ে এসব

দেশ যেভাবে ধুঁকছে, তাতে

শক্তিশালী গণতন্ত্রের দাবিতে

গণবিস্ফোরণ যেকোনো সময়

আছড়ে পড়তে পারে।

করছে।

কেনিয়ার আন্দোলন খুব

আরব বসন্তের ঢেউ যেভাবে আছড়ে পড়ছে আফ্রিকার দেশে দেশে

টাফি মাখা

০০ দিনের মধ্যে মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় কমিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ২০২২ সালের আগস্ট মাসে ক্ষমতায় এসেছিলেন কেনিয়ার প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম রুটো। কিন্তু কেনিয়ার অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলায় ব্যর্থ হন তিনি। তাতে তাঁর দেশে যে অসন্তোষের ঢেউ শুরু হয়েছে, তা দেশের বাইরেও গুরুত্বপূর্ণ পরিণতি ডেকে আনতে পারে।

১৮ জুন একটি বিতর্কিত কর
বিলের বিরোধিতা করে হাজারো
কেনিয়ান তরুণ রাস্তায় নেমে
এসেছিলেন। বিলটি পাস হলে
নিত্যপণ্যের দাম বেড়ে যাওয়ার
শঙ্কা ছিল। রুটো খুব দ্রুত বিলটি
থেকে করের হার কিছুটা কমানোর
ঘোষণা দেন। কিন্তু বিক্ষোভকারীরা
তাঁর সেই প্রস্তাব মেনে নিতে
অস্বীকৃতি জানান। যত দিন
যাচ্ছিল, ততই বেশিসংখ্যক মানুষ
বিদ্রোহে যুক্ত হচ্ছিলেন। একপর্যায়ে
তাঁরা পার্লামেন্টে ঢুকে তছনছ
করেন। পুলিশ বলপ্রয়োগ
বিক্ষোভকারীদের ছত্রখান করে

দিতে চেষ্টা করে। কয়েক ডজন মানুষ নিহত হন, আহত হন কয়েক

ঘটনার ধারাবাহিকতায় একপর্যায়ে ২৬ জুন রুটো হাল ছেড়ে দেন এবং তাঁর অবস্থান থেকে সরে আসেন।

যাহোক, বিতর্কিত সেই বিল থেকে সরে আসার পরও জনগণের ক্ষোভ প্রশমন হয়নি। সে কারণে আন্দোলন থামাতে নতুন প্রচেষ্টায় নামেন তিনি। মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের প্রতিশ্রুতি দেন। মন্ত্রিসভার ব্যাপক রদবদলও প্রতিবাদকারীদের অটলতাকে টলাতে ব্যর্থ হয়। কেনিয়ার জনগণ রুটোর পদত্যাগের দাবিতে এখনো রাস্তা থেকে ঘরে ফিরে যাননি। বিক্ষোভকারীদের সংখ্যা দিন দিন যেভাবে বাড়ছে, তাতে করে একটা নির্বাচন নিশ্চিত করার আগে তাঁরা ঘরে ফিরে যাবেন, এমনটা ভাবা ঠিক হবে না। বিতর্কিত কর বিল প্রত্যাহার করে নেওয়ার পরও কেনিয়ায় বিক্ষোভ অব্যাহত থাকার পেছনে স্পষ্ট কারণ রয়েছে। পুঞ্জীভূত সংকট একটা ইস্যুকে কেন্দ্র করে ফেটে বেরিয়ে পড়েছে। কর বাড়ানোর বিলটি এ ক্ষেত্রে

উটের পিঠ ভেঙে দেওয়ার সর্বশেষ

খড়ের আঁটি হিসেবে কাজ করেছে।
মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়া
দুর্নীতি, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় উপর্যুপরি
ব্যর্থতা, আর্থসামাজিক সমর্থনের
ঘাটতি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ
কমে আসার মতো বিস্তর কারণ তো
রয়েছে। কেনিয়ার জনগণকে
তাঁদের পাতে খাবার জোগাড়
করতে যথেষ্ট সংগ্রাম করতে হচ্ছে।
সমাজে ব্যাপক বৈষম্য ও দারিদ্রা
রয়েছে। তাঁরা একটা পদ্ধতিগত
পরিবর্তন চাইছেন এবং সেই
পরিবর্তনটার এখনই বাস্তবায়ন

কেনিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি আমাকে ২০১০ সালে তিউনিসিয়ার অভ্যুত্থানের প্রথম দিককার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। ছোট্ট একটা ভ্যানে সবজি বিক্রেতা পুলিশের নির্যাতনের বিরুদ্ধে নিজের গায়ে আগুন ধরিয়ে প্রতিবাদ করেন। কয়েক দিন পর তিনি মারা যান। পরবর্তী সময় তাঁর এই আত্মাহুতির ভিডিও ভাইরাল হয়ে যায় এবং দেশটির জনগণের জীবনযাত্রার মান ও কর্তৃত্ববাদী প্রেসিডেন্ট বেন আলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আগুনে ঘিয়ের জোগান দেন। এই একটা ঘটনায় বানের জোয়ারের মতো মানুষ রাস্তায় নেমে আসেন। বেন আলির দেশ ছেড়ে

পালিয়ে যাওয়া ও তিউনিসিয়া
গণতন্ত্রের অভিমুখে যাত্রা শুরু না
করার আগপর্যন্ত রাস্তা ছেড়ে যাননি
তাঁরা। তিউনিসিয়া থেকে উদগত
হওয়া গণতন্ত্র ও সুশাসনের দাবি
দাবানলের মতো মধ্যপ্রাচ্যে ছড়িয়ে
পড়ে, যা পুরো অঞ্চলে গণতান্ত্রিক
জাগরণ তৈরি করে। যেটাকে
আমরা আরব বসস্ত বলি।
সেই ঘটনার ১০ বছরের বেশি সময়

পর আফ্রিকার সাব-সাহারা অঞ্চলে

একই ঘটনা ঘটছে বলে আমার সন্দেহ। আফ্রিকা মহাদেশজুড়ে খারাপ শাসকদের জয়জয়কার। কেনিয়ার সরকারবিরোধী আন্দোলনের সংকল্প মহাদেশজুড়ে প্রতিবাদের জোয়ার সৃষ্টি করতে পারে ও পরিণতিতে বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটাতে পারে।

কেনিয়ার সফল বিক্ষোভের ঢেউ এরই মধ্যে প্রতিবেশী দেশগুলোতে আছড়ে পড়তে শুরু করেছে।
আগস্টের ১ তারিখ থেকে #ইন্ডব্যান্
ডগভর্নেকইননাইজেরিয়া#(নাইজেরিয়ায় খারাপ শাসনের
অবসান) দাবিতে হাজার হাজার
মানুষ নাইজেরিয়ায় বিক্ষোভ শুরু
করেছেন।
কেনিয়ার জনগণের মতোই
নাইজেরিয়ার প্রতিবাদকারীরা

অপশাসন ও দুর্নীতির অবসান চান এবং লাখ লাখ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় কমানো এসব দাবিতে তাঁরা রাস্তায় নেমে আসেন। প্রথম দিকে রুটোর মতোই প্রেসিডেন্ট বোলা তিনুবু সহিংসতা চালিয়ে বিক্ষোভ দমনের চেষ্টা করেন। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল দাবি করেছে. নাইজেরিয়ার নিরাপত্তা বাহিনী কমপক্ষে ১৩ জন বিক্ষোভকারীকে হত্যা করেছে। আহত করেছে আরও অনেককে। শয়ে শয়ে মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়। যদিও এই দাবিকে অস্বীকার করেছে নাইজেরিয়ার নিরাপত্তা বাহিনী।

পুলিশ যখন কঠোরভাবে বলপ্রয়োগ করেও জনবিক্ষোভ দমাতে পারল না, তখন তিনুবু বলতে শুরু করলেন, তিনি জনগণের দাবি শুনতে রাজি ও আলোচনায় বসতে রাজি। কিন্তু তিনুবুর আলোচনার সেই
প্রস্তাব বিক্ষোভকারীদের আশ্বস্ত
করতে পারেনি। তাঁরা ঘরে ফিরে
যাননি। বিক্ষোভকারীরা রাস্তায়
থেকে যাওয়ায় তিনুবুর হাতের
বিকল্প ফুরিয়ে যাচ্ছে। চূড়ান্তভাবে
সরকার পতন ও দেশের
নিয়মতান্ত্রিক পরিবর্তন নিয়ে
আসতে পারে।
সাব-সাহারা অঞ্চলের অন্য দেশ্য

আসতে পারে।
সাব-সাহারা অঞ্চলের অন্য দেশ,
যেগুলো দুর্নীতি, অসাম্য, দারিদ্র্য
ও বেকারত্বের সমস্যায় জর্জরিত,
কেনিয়ার বিক্ষোভ সেসব দেশের
সরকারগুলোকেও চাপে ফেলে
দিয়েছে।
উগাভায় ২১ জলাই জাতির

দেরেছে।
উগান্ডায় ২১ জুলাই জাতির
উদ্দেশ্যে টেলিভিশন ভাষণে
প্রেসিডেন্ট মুসেভেনি
প্রতিবাদকারীদের উদ্দেশ্যে
হুঁশিয়ারি দেন যে তাঁরা আগুন নিয়ে
খেলছেন। তার কারণ হলো,
দেশটির বিক্ষোভকারীরা পার্লামেন্ট
অভিমুখে দুর্নীতিবিরোধী মিছিলের
ডাক দিয়েছিলেন। এরপর ২৩
জুলাই বিক্ষোভের ধারাবাহিকতায়
দুর্নীতি ও মানবাধিকার লঙ্খন নিয়ে
উগান্ডার তরুণেরা যখন শান্তিপূর্ণ
বিক্ষোভ করছিলেন, তখন পুলিশ
বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারীকে
আটক করে।

জিম্বাবুয়ের প্রেসিডেন্ট এমারসন

নেমে এসেছেন। দিগস্তরেখায় আফ্রিকান বসস্ত দেখা যাচ্ছে। টাফি মাখা আল-জাজিরার কলাম লেখক

আল-জারিরা থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনবাদ

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ভাঙড় প্রেস

ক্লাবে স্বাধীনতা

প্রথম নজর

সুন্দরবন প্রেস ক্লাবের রক্তদান শিবির জয়নগরে



চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় 🔵 জয়নগর আপনজন: দু ফোঁটা রক্তে প্রাণে বাঁচে একটি জীবনের। তাই রক্তদান অমূল্য। আর থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগীদের রক্তের যোগান বজায় রাখতে এগিয়ে এলো এবার সুন্দরবনের একটি সাংবাদিক সংগঠন।সংবাদ সংগ্রহের পাশাপাশি নাগরিক কর্তব্য পালনে তাই ফুটিগোদা সাগ্নিক গোষ্ঠীর সঙ্গে যৌথ হিসাবে রক্তদান শিবির পরিচালনা করলো সন্দর্বন প্রেস ক্লাব।রবিবার শ্রাবণের মুখল ধারাকে দরে ঠেলে জয়নগর বন্ধু সংঘের লাইব্রেরীতে এই রক্তদান শিবিরে শতাধিক রক্তদাতা উপস্থিত হয়ে তাদের মূল্যবান রক্তদান করে গেলেন। এদিন প্রত্যেক রক্তদাতাদের হাতে আম্রপালি জাতের আম গাছের চারা তলে দেওয়া হয়। এদিনের এই শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার, ভাইস চেয়ারম্যান রথীন কুমার মন্ডল,স্থানীয় কাউন্সিলার রাখী ভট্টাচার্য, নিমপীঠ শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রমের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের কৃষি বিশেষজ্ঞ সোমনাথ সরকার,বিশিষ্ট সমাজসেবী দীননাথ ঘোষ সহ আরো অনেকে।এদিন একটি বেসরকারি ব্লাড ব্যাংকের সহায়তায় এই রক্তদান শিবির টি অনুষ্ঠিত হয়।এদিন এব্যাপারে জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার বলেন, রক্তদানের মতন মহান কাজ আর হয় না। সাংবাদিকদের উদ্যোগে এই ধরনের শিবির প্রশংসনীয়। ভাইস চেয়ারম্যান রথীন কুমার মন্ডল বলেন,সুন্দরবনের সাংবাদিকদের এই উদ্যোগে আমরা পাশে আছি। সুন্দরবন প্রেস ক্লাবের সভাপতি উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমাদের সংগঠনের তরফে স্বাস্থ্য শিবির, রক্তদান শিবির সহ একাধিক সমাজ কল্যান মূলক কর্মসূচি নেওয়া হয়। আগামীদিনে ও এই ধরনের অনুষ্ঠানের

ইলেকট্রিশিয়ান মিট হুগলির ভগবতীপুরে

আয়োজন করা হবে।



সেখ আব্দুল আজিম 🔎 চন্ডিতল

আপনজন: ইলেকট্রিশিয়ান মিট হয়ে গেল হুগলির ভগবতিপুর ডি.এন মার্কেটে। হাভেলস ইন্ডিয়া লিমিটেড ও ভগবতীপুর মান্টি ব্র্যান্ড ইলেক্ট্রিক্যালস্ এর যৌথ উদ্যোগে আজকের এই অনুষ্ঠান এ উপস্থিত ছিলেন ৩৫ জনের ও বেশি ইলেকট্রিশিয়ান। পুরষ্কার বিতরণী পর্ব তে সকলের উৎসাহ ছিল সব থেকে বেশী। প্রথম পুরস্কার দেওয়া হয়েছে কুতুব হালদার কে, দ্বিতীয় পুরস্কার দেওয়া হয়েছে গৌতম সিংঘরায় কে ও তৃতীয় পুরস্কার দেওয়া হয় সামসুদ্দিন ওয়াহিদী কে। এছাড়াও বিশেষ ভাবে পুরস্কৃত করা হয় সুজন মান্না কে। মাল্টি ব্রান্ড ইলেকট্রিক্যালস্ এর পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন মাহমুদুর রহমান ও মাকসুদুর রহমান।প্রতিষ্ঠান এর পক্ষ থেকে আগামী মিট এর জন্য ইলেকট্রিশিয়ান বন্ধুদের উদ্যোশ্যে স্কীম ঘোষণা করা হয়। সব মিলিয়ে এলাকার ইলেকট্রিশিয়ান বন্ধুরা অনুষ্ঠানটি দারুণভাবে উপভোগ করেছেন এবং মান্টি ব্যান্ড ইলেক্ট্রিক্যালস্ এর সঙ্গে চলার অঙ্গীকার

১৮ আগস্ট স্বাধীনতা দিবস বালুরঘাটে



অমরজিৎ সিংহ রায় 🔵 বালুরঘাট আপনজন: ১৮ আগস্ট স্বাধীন হয়েছিল বালুরঘাট। প্রত্যেক বছর বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, সংগঠন ও রাজনৈতিক দলের তরফে এই দিনটি সাড়ম্বরে উদযাপন করা হয় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটে। অন্যান্যবারের মত বিজেপির তরফে বালুরঘাট হাইস্কুল মাঠে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে দিনটি যথাযথ মর্যাদায় উদযাপন করা হয় বিজেপির তরফে। উল্লেখ্য, ১৫ আগস্ট নয়, ১৮ আগষ্ট স্বাধীন ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল বালুরঘাট। ১৯৪৭ সালের ১৭ আগষ্ট মধ্য রাত্রি পর্যন্ত এই এলাকাটি পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশের

অন্তর্ভূক্ত ছিলো। সীমানা জটিলতায় পড়তে হয়েছিলো বালুরঘাটকে। পনের আগস্ট ভারত স্বাধীন হয়েছিল। কিন্তু তিনদিন নোশনাল এরিয়া (ধারণাগত এলাকা) হিসেবে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮ আগস্ট বালরঘাট সহ বিস্তীর্ণ এলাকা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। বিপ্লবী সরোজ রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বালুরঘাট হাইস্কুল প্রাঙ্গনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল। সেকারণে প্রতি বছর ১৮ আগষ্ট এই এলাকার মানুষের কাছে যথেষ্ঠ গুরুত্বের। এদিন বেশ কিছু জায়গাতে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের করে পালিত হয় স্বাধীনতা দিবস।

আরজিকর কাণ্ডের প্রতিবাদে সভা কান্দিতে



রঙ্গিলা খাতুন

কান্দি আপনজন: আর্নজিকর কাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়ে কান্দির থানার মোড় এলাকায় ধন্যা মঞ্চের আয়োজন করল তৃণমূল কংগ্রেস। আগামী রবিবারের মধ্যে যাক্তার খুনের দোষীদের সঠিক বিচারের দাবি জানিয়ে এবং সিবিআইকে অতি দ্রুত চার্জশিট পেশ করার দাবী জানিয়ে কান্দি থানার মোড় সংলগ্ন এলাকায় কান্দি শহর এবং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে কান্দি বিধানসভা কেন্দ্রে বিধায়ক অপূর্ব সরকারের উপস্থিতিতে একটি প্রতিবাদী ধর্ণা মঞ্চের আয়োজন করা হয়। এই ধরনা মঞ্চ থেকে আরজিকরের ঘটনার প্রতিবাদ জানাতে দেখা গেল তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বদের।

পাশাপাশি আরজিকোর কাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়ে খড়গ্রামে অবস্থান বিক্ষোভ করল তৃণমূল

মর্শিদাবাদ জেলার খডগ্রাম ব্লকের মোড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের কমিটির উদ্যোগে, আর জি কর মেডিকেল কলেজের মহিলা ডাক্তার ধর্ষণ ও খুনের প্রতিবাদে ও দোষীদের ফাঁসির দাবিতে এই অবস্থান বিক্ষোভ অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি করলো তৃণমূল কংগ্রেস। এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে , উপস্থিত আছেন বিধায়ক আশিস মার্জিত পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মঞ্জু আক্তারা বিবি, সহ-সভাপতি টিংকু মন্ডল, দুই ব্লক সভাপতি হুমায়ুন কোবির, ও শাশ্বত মুখার্জি সহ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

'ভয় নেই' সদস্যদের ফোন করলে নারীদের সুরক্ষা মিলবে ময়ূরেশ্বরে



আজিম শেখ 🌑 ময়ুরেশ্বর আপনজন: এবার থেকে একটা কল করলেই মিলবে নারীদের সুরক্ষা, তবে কিভাবে মিলবে এই সুরক্ষা জানতে হলে দেখতে হবে আজকের সম্প্রচার হওয়া সম্পূর্ণ খবরটি। উল্লেখ্য গত ৯ আগস্ট আরজিকর মেডিকেল কলেজে নির্মম ও নৃশংসভাবে এক ডাক্তারি ছাত্রীকে যে খুন করা হয়েছিল ঠিক তারই প্রতিবাদে আজ অর্থাৎ রবিবার সকাল ন'টা থেকে ১১:৪০ পর্যন্ত ময়ুরেশ্বর বাজার জুড়ে প্রতিবাদ মিছিল করলো ওই এলাকার সমাজ সচেতন মানুষজন এছাড়াও আজকের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিল একাধিক স্কুল কলেজ পড়ুয়ারা। মূলত দিনদিন যেভাবে নারীদের উপর অত্যাচার ও নৃশংস ভাবে

খুন করা হচ্ছে ঠিক তারই প্রতিবাদে ময়ুরেশ্বরে গর্জে উঠলো এলাকার মানুষ। তাই আজ অর্থাৎ রবিবার সকাল থেকে ময়ূরেশ্বর বাজার জুড়ে প্রতিবাদ মিছিল করল ওই এলাকার মানুষ। এছাড়াও আজকের এই কর্মসূচি থেকে এক বিশেষ বার্তা দিল ময়ুরেশ্বরের সমাজ সচেতন মানুষজন। এ বিষয়ে ময়ূরেশ্বরের কৃষ্ণ রুজ জানান নারীদের সুরক্ষার্থে এক বিশেষ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে ময়ূরেশ্বর এলাকাজুড়ে। এবার থেকে তাদের এলাকায় কোন নারী যদি কোন সমস্যায় পড়ে তাহলে "ভয় নেই" সদস্যদেরকে একটি কল করলে আধঘন্টা থেকে এক ঘন্টার মধ্যে সেখানে পৌঁছে যাবে সেই সংস্থার সদস্যরা।

বাংলার প্রকৃত উন্নয়নে দল, ধর্ম নির্বিশেষে বাঙালিদের একতাবদ্ধ থাকতে হবে: খাজিম

বাঙালি অধিকার আদায়ের জাতীয় সংগঠন, যারা বিগত আট বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে বাঙালির অধিকার আদায়ে বিভিন্ন আন্দোলন গড়ে তুলছেন: বাঙালির ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি সহ চাকরি ব্যবসা এবং অর্থনৈতিক রাজনৈতিক অধিকারের পক্ষে নিরন্তর কথা বলে চলেছে। তাদেরই মূর্শিদাবাদ জেলা শাখা সংগঠন এবং 'বাংলা শিল্পী পক্ষ' রবিবার মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে, 'ভারতের স্বাধীনতার ৭৭ বর্ষপূর্তি উদযাপন ও তদ্বিষয়ক আলোচনা সভা' আয়োজন করেছিল বহরমপুরে মুর্শিদাবাদ জেলা সাংবাদিক সংঘের সভাগৃহে। প্রথমেই আরজিকর হসপিটালের তরুণী ডাক্তারের মর্মান্তিক মৃত্যুর কথা স্মরণ করে তাঁর উদ্দেশ্যে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সভায় দাবি তোলা হয় যাতে অতি দ্রুত দোষীদের গ্রেফতার করে তাদের চরম শাস্তি প্রদান করা হয়। সভায়, মুখ্য বক্তা, মুর্শিদাবাদ জেলার প্রাজ্ঞ সমাজ ও ইতিহাসবিদ খাজিম আহমেদ তাঁর বক্তৃতায় ভারতের স্বাধীনতায় বাঙালি এবং তারপর বিগত ৭৭ বছরে বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিষয়ে প্রাঞ্জল আলোচনা করেন। খাজিম আহমেদ

আপনজন: বাংলা পক্ষ, ভারতে



অসুস্থ শরীরেও সভায় এসেছিলেন। তিনি বলেন, বাংলার প্রকৃত উন্নয়নে দলমত ধর্ম নির্বিশেষে বাঙালির একটাই পরিচয় হতে হবে, আর তা হল বাঙালি।" ভাষিক সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বাঙালিকে বাঙালি পরিচয়ে একতাবদ্ধ থাকতে হবে, এটাই ছিল তাঁর মুখ্য বার্তা। বিশিষ্ট বক্তা ও ভাষা ও সমাজকর্মী আব্দল হালিম বিশ্বাস তাঁর বক্তব্যে পশ্চিমবঙ্গে দিন দিন বাংলা মাধ্যম স্কুলের সংখ্যা কমে যাওয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। নিশ্চেষ্ট হলে

চলবে না, সে কথা স্মরণ করিয়ে দেন। বাংলা পক্ষ'র শীর্ষ পরিষদ সদস্য মনোজিৎ বন্দোপাধ্যায় ও নুরুল হাসান তাঁদের বক্তব্যে বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরে বাঙালির সমস্যা, সামনের বিপদের দিকগুলি

চাকরি, ব্যবসায় বাঙালির অধিকার বিষয়ে তথ্যপূর্ণ আলোচনা করেন। বাংলা পক্ষ মূর্শিদাবাদ জেলার সম্পাদক অরিন্দম চন্দ্র বিগত কয়েক সপ্তাহে উড়িষ্যায় পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি শ্রমিকদের মার খেয়ে ঘরে ফেরার বিষয়ে এবং "বাংলায় কাজ আছে বাঙালির কাজ নেই" -- ধারণাটি তথ্য সহ তলে ধরেন। বাংলা শিল্পী পক্ষ-র প্রবাল চক্রবর্তী ও শাহরিয়ার হোসেন -- বাঙালির যা অন্যতম পরিচয় তা তার শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি; সেই দিকটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েই বাঙালিকে এগিয়ে যেতে হবে এবং সেই বিষয়ে বাংলা শিল্পী পক্ষ কি কি কাজের রূপরেখা গ্রহণ করছেন তার ব্যাখ্যা করেন। জেলার বিভিন্ন প্রান্তের ও ক্ষেত্রের মানুষজন ছাড়াও সংগঠনের সদস্য

নিয়ামূল সেখ, রাহুল আহমেদ, শুভুময় ভট্টাচার্য প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন কয়েকদিন আগে বাংলা পক্ষ মূর্শিদাবাদ জেলা ও বাংলা শিল্পী পক্ষ আয়োজিত প্রতিযোগিতায় বিজয়ী বেশ কয়েকজন অংশগ্রহণকারী এবং তাদের আত্মীয় পরিজন। তাদের হাতে পুরস্কার এবং শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। যেহেতু এই প্রতিযোগিতা ছিল অনলাইন তাই দূর থেকে যারা আসতে পারেননি তাদেরকে শংসাপত্র এবং পুরস্কার ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা। সভায় বাংলা পক্ষ চিহ্ন সম্বলিত একটি বিশেষ রাখি সকলের হাতে পরিয়ে দেওয়া হয়; জেলা সম্পাদক বলেন এই রাখি শপথের রাখি, প্রতিজ্ঞার রাখি। বাঙালি যেন যে কোন বিপদে আপদে সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে একতাবদ্ধ থাকতে পারে তারই প্রতিজ্ঞা ও শপথ নেওয়ার জন্যই এই রাখি বন্ধন। সভাশেষে তথ্যচিত্র পরিচালক সৌম্য সেনগুপ্ত পরিচালিত "বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি" তথ্য চিত্রটি প্রদর্শন করা হয়। সোয়া দুটো পর্যন্ত এই আলোচনা সভা চলে।

ওফেলিয়া দত্ত, নাজির হোসেন,

দিবস পালন খামারাইট প্রাথমিক বিদ্যালয় ও

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে 🗕 ভাঙড় আপনজন: দক্ষিণ চবিবশ পরগনা জেলার ভাঙড়ের ভাঙড় প্রেস ক্লাব, প্রোগ্রেসিভ একাডেমি তে স্বাধীনতা দিবস উৎযাপন করা হল। বৃহস্পতিবার ভাঙড়ের জাগুলগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাণগঞ্জ বাজারে ভাঙড় প্রেস ক্লাব, পোলেরহাট ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের খামারাইট প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ভোগালি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের জামিরগাছি প্রোগ্রেসিভ একাডেমি তে ৭৮ তম স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয় নানা কর্মসূচির মাধ্যমে। ভাঙড় প্রেস ক্লাবে পতাকা উত্তোলন করেন ক্লাব সভাপতি সামসূল হুদা। প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি নেওয়া হয়। ক্লাব সম্পাদক ফিরোজ আহমেদ বলেন সবুজের বার্তা দিতে বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি।

ধর্ষকের ফাঁসির দাবিতে বসিরহাটে ধর্না, বিক্ষোভ



নিজস্ব প্রতিবেদক 🌘 বসিরহাট আপনজন: আরজি কর হাসপাতালে ডাক্তার-ছাত্রীকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে প্রতিবাদে নেমেছে এবার রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-নেত্রীরা। এই নৃশংস খনের ঘটনায় যুক্ত ব্যক্তিদের কঠোরতম শাস্তি দাবী করে কলকাতায় পদযাত্রা করোছলেন মুখ্যমন্ত্র মমতা ব্যানার্জি। আর জি কর কান্ডে যুক্ত দোষীদের কঠোর শাস্তি দাবী করে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের সঙ্গে রবিবার দুপুর থেকে বসিরহাট তৃণমূল সাংগঠনিক জেলায় শুরু হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি। জেলার সমস্ত ব্লকে তৃণমূল নেতা-কর্মীরা ধর্ণা -অবস্থান- বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করছেন। এদিন বসিরহাটের খোলাপোতা বাজারে বসিরহাট ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই ঘটনা নিয়ে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন

তারা। এ অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান সরোজ ব্যানার্জি, বসিরহাট উত্তর বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান এটিএম আব্দুল্লাহ রনি, বসিরহাট ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মিহির ঘোষ, বসিরহাট দু নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সৌমেন মন্ডল সহ একাধিক বিশিষ্ট জনেরা এই অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচিতে শামিল হন।অবস্থান কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক এটিএম আব্দুল্লাহ রনি বলেন," রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রথম দিন থেকে এই ঘটনার নিন্দা করে দোষী ব্যক্তিদের ফাঁসি চেয়েছেন। উনি ইতিমধ্যেই এই ঘটনার সাথে যুক্তদের কঠোরতম শাস্তি দাবী করে পদযাত্রা করেছেন। 'ফাস্ট ট্রাক কোর্টে' দ্রুত বিচার এবং তাদের কঠোর শাস্তি দাবী করেছে।

ডাক্তার খুনে ফাঁসির দাবিতে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের রাস্তা অবরোধ



হাসান লস্কর 🔵 কুলতলি আপনজন: আর জি কর হাসপাতালের কর্তব্যরত মহিলা ডাক্তারের অস্বাভাবিক মৃত্যুর যথাযথ বিচার বিভাগীয় তড়িঘড়ি তদন্তের সমাপ্তি সহও দোষীদের ফাঁসির দাবিতে রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তের সাথে জয়নগর কুলতলি গ্রামীণ হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মীরা-জয়নগর কুলতলী গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে জামতলা বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত মিছিল করে। পরে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। আর জি কর কান্ড বিরল থেকে বিরলতম ঘটনা। অপরাধীদের ধরতে এখনো বিলম্ব কেন। কর্তব্যরত মহিলা ডাক্তারকে অমানবিক ধর্ষণ ও খুন যারা করেছে তাদের ফাঁসি দাবিতে সরব হন জয়নগর কুলতলী গ্রামীন হাসপাতালের স্বাস্থ্য কর্মীরা। তাদের মূলত দাবি মহিলা দের সুরক্ষা দিক সরকার। আগামী দিনে এমনই অপরাধ করতে অপরাধীরা যেন ভয় পায়। কঠিন থেকে কঠিনতম শাস্তির দাবিও জানান তারা।

দীর্ঘদিন রাস্তা বেহাল, চাঁদা তুলে মেরামত সাহোড়া গ্রামবাসীদের

একমাত্র রাস্তা বেহাল, তাই চাঁদা তুলে মেরামত করলেন। বড়ঞা ব্লকের, সাহোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের, নারায়ণপুর গ্রামের বাসিন্দারা। এখানের পড়ুয়ারা স্কুলে যেতে গেলে নয় এক হাঁটু জল, আর তা না হলে ভয়াবহ রাস্তার ধাকা সামলাতে হয়। জল জমে থাকায় মশার লার্ভার জন্ম হয়। দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যার কথা প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও লাভ না হওয়ানি বলে অভিযোগ করে গ্রামবাসীরা। নিজেরাই এই রাস্তা ঠিক করবেন বলে সিদ্ধান্ত নেন। এলাকার মানুষজনই চাঁদা তুলে রাস্তা মেরামতির কাজে হাত লাগান।এই গ্রামে ভোট আসে। তখন মেলে নানা প্রতিশ্রুতি। ভোট চলে গেলেই কারো দেখা মিলে না। পরিণত কঙ্কাল সা, রাস্তা আর তাই এই গ্রামের যাতায়াতের একমাত্র রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল দশায় পড়ে রয়েছে। কিন্তু কোনও তৎপরতা নেই প্রশাসনের। এভাবেই দিনের পর দিন কাটছিল। অবশেষে ঘটল ধৈর্য্যচ্যুতি। তখন একপ্রকার বাধ্য হয়ে চাঁদা তুলে রাস্তা মেরামতির কাজে হাত লাগালেন গ্রামের মানুষজন। আর সেই ছবি তুলে ধরি আমরা। সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলার বড়ঞা ব্লকের, সোহোড়া পঞ্চায়েতের, নারায়ণপুর গ্রামের এমন ঘটনারই সাক্ষী

সাবের আলি

বড়ঞা

আপনজন: দীর্ঘদিনের যাতায়াতের



অন্যান্য গ্রামবাসীরা।আর কী জানা যাচ্ছে? এই নিয়ে এখন জোর চর্চা শুরু হয়েছে। গ্রামবাসী সম্ভোষী ঘোষ বলেন। দীর্ঘদিন ধরে এই রাস্তার সমস্যা বাচ্চারা স্কুলে যাতায়াতের খুব সমস্যা পড়তে হয় । নারায়ণপুরের গ্রামবাসী হেমন্ত ঘোষ বলেন। আমরা বারবার স্থানীয় পঞ্চায়েত কে জানিও কোনো সুহারা হয়নি। তাই আমরা নিজেদের উদ্যোগে চাঁদা তুলে কিছুটা রাস্তা মেরামত করলাম। যদিও সাহোড়া পঞ্চায়েতের প্রধান গোষ্ঠ গোপাল ঘোষ বলেন, রাস্তাটি ঢালাই রাস্তায় ছিলো রাস্তাটির হাল খুবই খারাপ। আমি চেষ্টা করছি খুব তাড়াতাড়ি তার পঞ্চায়েতের যে সমস্ত রাস্তাগুলির অবস্থা বেহাল রয়েছে সেই রাস্তাগুলির দ্রুত কাজ শুরু

স্কুলের সামনে জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায় মৃত ১

আপনজন: করণদিঘি থানার অন্তর্গত আলতাপুর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের মিশন স্কুলের সামনে রবিবার দুপুরে ঘটে গেলো এক হৃদয়বিদারক সড়ক দুর্ঘটনা। ৩৪ নং জাতীয় সড়কের ওপর সংঘটিত এই দুর্ঘটনায় এক জনের মৃত্যু হয়েছে এবং তিন জন গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা অনুযায়ী, ঘটনাটি ঘটেছে যখন একটি স্করপিও গাড়ি, একটি টোটো এবং একটি সাইকেলের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ হয়। নিহত ব্যক্তি, পানজেয়ার টুডু (৩৫), যিনি বিহারের বলরামপুর থানার মদনটুলি গ্রামের বাসিন্দা, ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। তিনি সাইকেল চালাচ্ছিলেন বলে জানা যায়। এছাড়া, এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন টোটো চালক এনতাজুল হক (২৮), করণদিঘি থানার বোতলবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা এবং স্করপিও চালক সামিম আক্তার

(২৬), বিলাসপুর গ্রামের বাসিন্দা।

মোহাম্মদ জাকারিয়া 🔵 করণদিঘী



আহতদের অবস্থা গুরুতর বলে জানা গেছে এবং তাদের নিকটবর্তী হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়েছে।

দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এলাকার মানুষ চরম উৎকণ্ঠার মধ্যে রয়েছেন। স্থানীয়রা জানান, এই এলাকায় জাতীয় সড়কের ওপর অতিরিক্ত গাড়ির গতি এবং অপরিকল্পিত পার্কিং দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়াচ্ছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত সতর্কতা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে।

পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং দুর্ঘটনার কারণ তদন্ত করছে। এই মর্মান্তিক ঘটনাটি করণদিঘি এলাকায় এক গভীর শোকের ছায়া ফেলেছে।

জাস্টিস ফর আরজি কর স্লোগান মিছিলে



আপনজন: "ডার্বি বাতিল করলে কর, জাস্টিস ফর আরজি কর"। এবার এই স্লোগান তুলে একসাথে মিছিলে হাঁটলেন হাওড়ার ঘটি-বাঙাল সমর্থকেরা। মিছিলে স্লোগান ওঠে "ঘটি-বাঙাল ভাই ভাই, আরজি করের বিচার চাই"। কলকাতায় ডার্বি বাতিল হওয়ার পর এবার হাওড়ার ফুটবলপ্রেমী মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল সমর্থকেরা রবিবার আরজি করের ঘটনার বিচার চেয়ে পথে নামলেন। রবিবার হাওড়ার কদমতলা বাসস্ট্যান্ড থেকে পাওয়ার হাউস মোড় পর্যন্ত র্যালি করেন তাঁরা। চির প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলের দুই দলের সমর্থকেরা স্লোগান দিতে দিতে এদিন মিছিলে পা মেলান।

শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় রেল অবরোধ, বিক্ষোভ

আপনজন: শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় বেশ কয়েক মাস ধরে অনিয়মিত ট্রেন পরিষেবা সঠিক টাইমে ট্রেন চলাচল করছে না এর ফলে একাধিকবার রেল অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখিয়েছিল নিত্যযাত্রীরা। রবিবার সকালে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখা বেশ কয়েকটি লোকাল ট্রেন বাতিল করে রেল দপ্তর। ট্রেন বাতিল হওয়ার কারণে ক্ষোভে ফেটে পড়ে নিত্যযাত্রীরা শিয়ালদা দক্ষিণ শাখায় শিয়ালদা ডায়মন্ড হারবার রেললাইনে অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে নিত্যযাত্রীরা। সুভাষগ্রাম রেলস্টেশনে সকাল ৭:০০ টা থেকে অবরোধ শুরু হয় বারুইপুরেও নিত্যযাত্রীরা অবরোধ করে আর তার জেরে প্রায় দু'ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে শিয়ালদাহ দক্ষিণ শাখায় ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়। অবরোধের জোরে বন্ধ থাকে শিয়ালদহ ডায়মন্ড হারবার রেল লাইনে আপ ও ডাউন ট্রেন চলাচল। এর ফলে

আসিফা লস্কর 🔵 বারুইপুর



শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় বিভিন্ন স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকে বারুইপুর লোকাল ,লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল ,নামখানা লোকাল, কাকদ্বীপ লোকাল ও ডায়মন্ড হারবার লোকাল। **শুধুমাত্র সোনারপুর** এবং ক্যানিং লাইনে ট্রেন চলাচল করে। সকাল থেকে দীর্ঘক্ষণ ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকার কারণে দুর্ভোগে পড়ে নিত্যযাত্রীরা। রবিবার সপ্তাহের ছুটির দিনে নিজেদের গন্তব্যে না যাতে পেরে ক্ষোভে ফেটে পড়েন আটকে থাকা ট্রেনের যাত্রীরা। রেল অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রেল পুলিশের আধিকারিকেরা। তাার আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলেন। প্রায় তিন চার ঘণ্টা পর অবরোধ উঠলে এই লাইনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।

প্রথম নজর

মুর্শিদাবাদ ও জিয়াগঞ্জে তৃণমূলের বিক্ষোভ সভা



সারিউল ইসলাম 🗶 মুর্শিদাবাদ আপনজন: আরজিকরের ঘটনার প্রতিবাদে মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে পরপর দু'দিন প্রতিবাদ মিছিল ও অবস্থান বিক্ষোভ করা হলো। শনিবার রাজ্যের বিভিন্ন ব্লকের পাশাপাশি মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ ব্লকের ডাহাপাড়া এলাকায় প্রতিবাদ মিছিল করা হয়। মিছিলে অধিকাংশই ছিল মহিলা কর্মীরা। রবিবার মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ ব্লকের নতুনগ্রাম স্কুল মোড়ে অবস্থান বিক্ষোভ করা হয়। অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ব্লক তৃণমূলের সভাপতি গোলাম মহম্মদ আকবরী সহ ব্লুকের আটটি অঞ্চলের অঞ্চল সভাপতি। পাশাপাশি ব্লক ও অঞ্চল তৃণমূলের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন এদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে।

হাসপাতালে আহতদের দেখতে গেলেন বিধায়ক গনি



নিজস্ব প্রতিবেদক 🔵 মালদা আপনজন: শনিবার রাত্রে সাত বন্ধু জাইলো গাড়ি করে কালিয়াচক থেকে মালদা শহরে আসার সময় ইংরেজবাজারের গৌড় মালদা রেল স্টেশনের কাছে কাটাগড় এলাকায় শনিবার রাত্রে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে লড়ির পেছনে সজরে ধাকা মেরে দুর্ঘটনার কবলে পরে। এই মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই পাঁচ যুবক মারা যায়। এবং আশঙ্কাজনক অবস্থায় মালদা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয় দুই যুবককে। সকালে আর একজন যুবক মারা যায়। ফলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয় ৬ জন। একজন আশঙ্কা জনক অবস্থায় এখনো ভর্তি রয়েছে মালদা মেডিকেল কলেজে। প্রত্যেকের বাড়ি কালিয়াচক এলাকায়। রবিবার সকালে মালদা মেডিকেল কলেজে আসেন হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি তথা সুজাপুরের বিধায়ক আব্দুল গনি সাহেব সঙ্গে ছিলেন জেলা যুবনেতা সৌমিত্র সরকার, আইনজীবী আব্দুল আজিজ, বিশিষ্ট সমাজসেবী এমডি অভিষেক, পার্থ মুখার্জি সহ

অন্যান্যরা।

প্রতিবাদ সভায় বাম ও বিজেপির বিরুদ্ধে সরব তৃণমূল কংগ্রেস



এম মেহেদী সানি 🛡 স্বরুপনগর আপনজন: আরজি কর কান্ডে জডিত সমস্ত অপরাধীদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং দ্রুত সিবিআই তদন্ত শেষ করার দাবিতে রবিবার অবস্থান বিক্ষোভ করে প্রতিবাদ জানালো তৃণমূল বিধায়ক নেতৃত্বরা। রবিবার স্বরূপনগর বিধানসভার পশ্চিম ব্লকের সগুনা গ্রাম পঞ্চায়েতের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ থেকে বাম-বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হন

আরজি কর কান্ডকে সামনে রেখে শান্ত বাংলাকে অশান্ত করতে ও বাংলার সম্মানকে কলুষিত করতে বাম-বিজেপির মিলিত অভিসন্ধি

রচিত হয়েছে বলে অভিযোগ তৃণমূলের। এ দিনের অবস্থান বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন স্বরুপনগরের বিধায়ক ও তৃণমূল নেত্রী বীনা

মন্ডল, বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র কর, সহ-সভাপতি রমেন সরদার, জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভানেত্রী সঙ্গীতা কর কুন্ডু, জেলা সংখ্যালঘু তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি ইমরান হোসেন, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অনুস্য়া মন্ডল, ব্লক সভাপতি কিংকর মন্ডল, কাইচ খান, ভরত দাস, আহুতি রায়, রবিউল মন্ডল, আব্দুল বারি, রামলাল দাস প্রমুখ।

ফার্মেসি কলেজে ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবি

আবহের মধ্যে জঙ্গিপুরের তৃণমূল বিধায়কের হোস্টেল থেকে উদ্ধার হয় মালদহের ফার্মাসি ছাত্রের মৃতদেহ। বিধায়ক জাকির হোসেন ইনস্টিটিউট অফ ফার্মাসি কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিল তোহিদ করিম। চলতি মাসের ১৩ তারিখ রাত্রে এই কলেজের হোস্টেল থেকে উদ্ধার হয় তোহিদের নিথর দেহ। পরিবারের অভিযোগ পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে তাদের ছেলেকে। ঘটনার পর স্থানীয় রঘুনাথগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে গেলে অভিযোগ নিতে অস্বীকার করে পুলিশ বলে অভিযোগ। বলা হয় ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পরই অভিযোগ পত্র নেওয়া হবে। মৃত ছাত্রের বাবা, রেজাউল করিমের অভিযোগ, ১২ তারিখ রাত্রে ছেলের সাথে কথা হয়েছিল। ছেলে বাডি থেকে আমের আচার এবং ছাতু আনার কথা বলেছিল। কোনরকম মানসিক অবসাদে ছিল না আমার ছেলে। যদি মানসিক অবসাদে থাকত তাহলে ১২ তারিখ রাত্রে ছেলের কথা বার্তায় আমরা বঝতে পারতাম। আমি পেশায় লরি চালক সেই সূত্রে ১৩ তারিখ আমি

সঞ্জীব মল্লিক 🔵 বাঁকুড়া

এরিয়ার সোনামুখীর চৌরাস্তা মোড়ে

হাইড্রেন কাজ করার জন্য বিপদ

জনকভাবে গর্ত করে রাখা হয়েছে

দেড় থেকে দু মাস, জীবন হাতের

মুঠোয় নিয়ে যাতায়াত সাধারনের

শহর অতি প্রাচীন রাস্তাঘাটও খুবই

সংকীর্ণ। শহরের মাঝ বরাবর দুটি

দুর্গাপুর রাজ্য সড়ক অন্যদিকে পূর্ব

গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য সড়ক রয়েছে।

উত্তর দক্ষিণে রয়েছে বিষ্ণপুর

পশ্চিমে রয়েছে বাঁকুড়া বর্ধমান

শহরের মাঝেই রয়েছে এই দুই

গুরুত্বপূর্ণ সডকের চৌরাস্তার

মোড। যা আত সংকাণ এবং

ভয়ংকর দুর্ঘটনা ঘটেছে এই

বহু তার কোন হিসেব নেই।

টোরাস্তার মোড়ে প্রাণহানি হয়েছে

সম্প্রীতি সময়ে এই চৌরাস্তার মাঝ

বরাবর পর্ত দপ্তরের পক্ষ থেকে

হাইড্রেন তৈরি করার কাজ শুরু

করা হয়। স্থানীয়দের অভিযোগ

এক মানুষ গর্ত করে কাজ শুরু

করে। অভিযোগ থেকা সংস্থা ও

পূর্ত দপ্তরের গাফিলতিতেই কাজ

ধীর গতিতে চলছে। এই

প্রায় দেড় দু মাস আগে ঠিকা সংস্থা

দুর্ঘটনা প্রবণ। অতীতে একাধিকবার

রাজ্য সড়ক।

বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী পৌর

আপনজন: কর্তব্যে চরম গাফিলতির অভিযোগ ঠিকা সংস্থা ও পূর্ত দপ্তরের বিরুদ্ধে, অতি সংকীর্ণ এবং দূর্ঘটনার প্রবন

আপনজন: আর জি কর কান্ডের



হোস্টেলে যেতেই আমার ছেলের রুমমেট ফোন করে জানাই তোহিদ মারা গেছে। আমি হোস্টেলে গিয়ে দেখি আমার ছেলের নিথর দেহ মেঝেতে পড়ে রয়েছে। ঝুলন্ত অবস্থায় দেহ আমাদের দেখানো হয়নি। আমাদের খবর দেওয়া হয়নি অথচ পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেছে। আমি না গেলে হয়তো জানতেই পারতাম না আমার ছেলে মারা গেছে দেহ হয়তো লোপাট করা হত। পরিকল্পিতভাবে আমার ছেলেকে খন করা হয়েছে তাই বিভাগীয় তদন্তের দাবি তুলছি আমি। পুলিশ বলেছিল ময়না তদন্ত হবার সময় আমাদের উপস্থিতিতে হবে অথচ আমাদের জানানো হয়নি এমনকি এখনো পর্যন্ত লিখিত অভিযোগ নেয়নি পুলিশ ,পাল্টা আমাদের

গর্ত, চরম গাফিলতির অভিযোগ

পরিস্থিতিতে রীতিমতো জীবনের

হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। এই

ভাঙাচোরা রাস্তার ওপর দিয়েই

পারাপার করছে বড় বড় গাড়ি,

বাস, টেলার সহ ভারী যানবাহন।

এই ভারী যানবাহন ও বাস যখন

ঝুঁকি নিয়েই রাস্তা দিয়ে পারাপার

করছে সেই সময় ঘটনাস্থল দিয়ে

অফিস, আদালতে ও স্কুল-কলেজে

যাওয়া বহু মানুষ ও ছাত্র ছাত্রীরা।

ভাবে দোকান, গাড়ির চাকা কোন

প্রকার খাদে পড়ে গেলে ভয়ংকর

দিনের বেলায় তো স্থানীয় পুলিশ

দিচ্ছে, তবে রাতের বেলা বাড়ছে

এই পরিস্থিতিতে স্থানীয়দের দাবি

অতি দ্রুততার সাথে রাস্তার কাজ

আরজি কর কাণ্ডে দোষীদের ফাঁসির

প্রশাসন কোনো মতে সামাল

দুর্ঘটনা ঘটে যাবে।

আরো আতঙ্ক।

রাস্তার পাশেই রয়েছে সারিবদ্ধ

পারাপার করছে বাজারে আসা,

ঝুঁকি নিয়ে রাস্তায় চলাফেরা করতে

মালদার ইংলিশ বাজার থানার যদুপুর এলাকার বাসিন্দা ছিলেন তোহিদ করিম। পাড়াতে খুব মেধাবী ছাত্র বলে পরিচিত ছিল সে। তাই তার মৃত্যু কোনভাবেই আমরা মেনে নিতে পারি না। পুলিশ প্রশাসন কোন ব্যবস্থা না নিলে আরজিকরের ঘটনার মতো আমরা গ্রামবাসীরা রাস্তায় নেমে আন্দোলন করবো হুঁশিয়ারি দিয়েছেন গ্রামবাসীরা। পাশাপাশি দোষীদের শাস্তির দাবি তুলে আজ সোচ্চার হন তারা। তোহিদের ইচ্ছে ছিল বড় হয়ে ভালো কিছু হওয়ার। এই ছেলে আত্মহত্যা করতেই পারে না। পরিকল্পনা করে হোস্টেলেই মারা হয়েছে তাকে। সোচ্চার হয়েছেন স্থানীয় যদুপুর এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সদস্য

সম্পূর্ণ করা হোক। কারণ তারা

সমগ্র ঘটনা নিয়ে পূর্ত দপ্তরের

কোন প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

তবে সোনামুখী পৌরসভার

সাথে যোগাযোগ করলেও তাদের

চেয়ারম্যান সন্তোষ মুখার্জির দাবি

মানুষ ঝুঁকি নিয়ে পারাপার করছে

এটা ঠিকই তবে যেহেতু জনবহুল

যানবাহনের চাপ থাকায় যারা ওই

এলাকায় কাজ করছে তাদের একটু

অসুবিধা হচ্ছে, তার ওপর বর্ষাকাল

তাই কাজ ধীরগতিতে হচ্ছে। তবে

পুলিশ সজাগ রয়েছে ব্যারিকেড

দেওয়া রয়েছে সতর্ক বার্তা দেওয়া

এমনকি সতর্কতা অবলম্বন করেই

কাজ করা হচ্ছে। তবে যে সংস্থা

কাজ করছে তাদেরকে বলা হয়েছে

অতি দ্রুততার সাথে কাজ কমপ্লিট

করার জন্য।

রয়েছে ট্রাফিকও কন্ট্রোল হচ্ছে

এলাকার এবং অত্যধিক হারে

চরম সমস্যায় রয়েছে।

মোমবাতি ও মশাল মিছিল মহিলাদের



আজিম শেখ 🌑 রামপুরহাট **আপনজন:** আর জি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসক কে ধর্ষণ ও খুনের প্রতিবাদে পথে নামলেন শহর থেকে গ্রাম বাসী।আজ বীরভূম জেলার রামপুরহাট ১ নং ব্লকের কাষ্ঠগড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের তেলডা গ্রামে সন্ধ্যায় একটি মোমবাতি ও মসাল মিছিল করা হয় ।এই মিছিলে উপস্থিত ছিলেন শিশু থেকে বৃদ্ধ -বৃদ্ধা ও মহিলারা। এই মিছিলটি গোটা গ্রাম পরিপাক দিয়ে গ্রামের মধ্যস্থ একটি জায়গায় সকলে একত্রিত হয়ে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করে এই মিছিলের সমাপ্তি ঘোষনা হয়। এই মিছিলে তাদের দাবি ছিল আর জি কর কাণ্ডে মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুন করার প্রতিবাদে দোসিকে কঠোর শাস্তি দিতে হবে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে নিমপীঠে তৃণমূলের



চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় 🔵 জয়নগর আপনজন: আর জি কর কান্ডে দোষীদের শাস্তির দাবিতে জয়নগর ২ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে নিমপীঠ মোড়ে রবিবার বিকালে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়। যাতে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর ২ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি গোপাল নস্কর,জয়নগর ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সেলিম শেখ,ওয়াহিদ মোল্লা,কর্ণকান্তি হালদার, ফুটিগোদা পঞ্চায়েত প্রধান রীণা মন্ডল,সাহাবুদ্দিন শেখ,হারুন মোল্লা সহ তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক নেতৃবৃন্দ।

রঘুনাথগঞ্জে ছিলাম। সকাল থেকে আমার ছেলের ফোনে সুইচ অফ শাসানো হচ্ছে বলে অভিযোগ। আসছিল। রাত নটা নাগাদ আমি সেনাউল ইসলাম। হাইড্রেন করার কাজে বিপদ বড়



আসিফ রনি 🔵 নবগ্রাম আপনজন: আর.জি.কর কান্ডে দোষীদের ফাঁসির দাবিতে নবগ্রাম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল অবস্থান বিক্ষোভ। একই সঙ্গে এদিন বিরোধীদের চক্রান্তের অভিযোগ তুলে সরব হন নেতৃত্ব। রবিবার আর জি কর কাণ্ডে দোষীদের শাস্তির দাবিতে সারা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অনুষ্ঠিত হল

তৃণমূল কংগ্রেসের অবস্থান বিক্ষোভ। ইতিমধ্যে স্বয়ং পথে নেমেছেন মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন জায়গার পাশাপাশি ববিবাব আব জি কব কান্ডে দোষীদের ফাঁসির দাবিতে নবগ্রাম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের

তৃণমূল সভাপতি, প্রধান উপাদান সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

দোষীদের ফাঁসি চেয়ে নবগ্রামে সরব তৃণমূল



উদ্যোগে পলসভা মোড়ে অনুষ্ঠিত হল অবস্থান বিক্ষোভ। এদিনের অবস্থান বিক্ষোভ সকালে শুরু হয়ে সারাদিন চলে, শেষ সন্ধ্যা ছয়টায়। তৃণমূলের ব্লকসহ বিভিন্ন অঞ্চলের নেতৃত্ব অবস্থান বিক্ষোভকে সফল করার লক্ষ্যে বক্তৃতা দিতে থাকেন। সকলেই একই দাবি তোলেন অপরাধীদের ফাঁসি। এছাড়াও বিরোধীদের চক্রান্তের অভিযোগ তলে সরব হন নেতত্ব। উপস্থিত ছিলেন নবগ্রামের বিধায়ক কানাই চন্দ্র মন্ডল নবগ্রাম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মোঃ এনায়েতুল্লা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নবগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে

হাজি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ফিলিস্তিনি হত্যার নিন্দা



আসিফ রনি 🔵 নবগ্রাম আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর থানা এরাকার চৌহাটি মদিনা নগর মাদ্রাসায় হাজী সম্বর্ধনা ও দোয়ার মজলিস ানুষ্ঠিত হল রবিবার। এই সভায় বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্তিত ছিলেন, বিশিষ্ট আলেম হযরত মাওলানা মুফতি লিয়াকাত আলি, অবসরপ্রাপ্ত বিচারক ও রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ইন্ডাজ আলি শাহ, হযরত মাওলানা মুফতি নিশার আহমেদ, সৈয়দ রহমতুল্লাহ সাহেব প্রাক্তন স্বাস্থ্য আধিকারিক, জনাব আব্দুর রহমান মোল্লা, আইনজীবী আবুল ফারহা, প্রাক্তন আর্মি অফিসার নুর মোহাম্মদ, হাজী আব্দুল্লাহ সরদার, ডক্টর শফিউল্লাহ, মুফতি জাকারিয়া, আলামিন মিশনের খাস মল্লিক ব্রাঞ্চের সঞ্চালক আবুল কালাম, মাওলানা আলী হোসেন মাজাহিরি, প্রমুখ। এদিনের সভায় অবসরপ্রাপ্ত বিচারক ইন্তাজ আলি শাহ বলেন, সংখ্যালঘু সমাজের উন্নয়নে শিক্ষা

ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিলের প্রসঙ্গ তোলেন। তিনি বলেন ওবিসি সংরক্ষণের পলে বহু মুসলিম ছেলেমেয়ে ডব্লুবিসিসিএসের মতো উচ্চ আধিকারিক পদে চাকরির সুযোগ পাচ্ছেন। সেই সঙ্গে অব্যাহত রাখতে রাজ্য সরকারকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন ফিলিস্তিনে কমপক্ষে ৫০ হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছে যা, চরম নিন্দনীয়। মুফতি নিসার সাহেব বলেন বুনিয়াদি শিক্ষা ইসলামিক শিক্ষার খুব জরুরি আমরা সকলে আমাদের বাচ্চাদের দুনিয়াবী শিক্ষার সাথে সাথে দ্বীনি শিক্ষার ব্যবস্থা করিব ইনশাআল্লাহ। দোয়ার মাধ্যমে মুফতি লিয়াকত সাহেব মজলিসের কাজ শেষ করেন। সভাটি পরিচালনা করেন মদিনা নগর ইসলামিক এডুকেশনাল এভ ওয়েলফেয়ার টেস্ট এর সম্পাদক মাওলানা ইমাম হোসেন মাযাহিরী

ইকরা বা পড। তাই আমাদের

শিক্ষায় আরও এগিয়ে আসতে

হবে। তিনি এ প্রসঙ্গে সম্প্রতি

বাঁকুড়া মেডিক্যালে ইন্টার্ন ও কর্মীদের কর্মবিরতি অব্যাহত



নিজস্ব প্রতিবেদক 🔵 বাঁকডা আপনজন: আর জি কর এর ঘটনার প্রতিবাদে আন্দোলনরত বাঁকুড়া সন্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের প্রায় ৬০০ পিজিটি, ইন্টার্ন ও হাউস স্টাফদের কর্মবিরতি রবিবার ন'দিনে

এখনো পর্যন্ত নিজেদের অবস্থানে অনড় তাঁরা। দক্ষিণ বঙ্গের অন্যতম সরকারী এই চিকিৎসা কেন্দ্রে দীর্ঘদিন 'আউটডোর' পরিষেবা বন্ধ থাকায় চরম সমস্যায় অসংখ্য মানুষ। এমনকি এই 'কর্মবিরতি'র জেরে 'ইণ্ডোর' পরিষেবাও ব্যহত

এই অবস্থায় অনেকেই হাসপাতাল থেকে 'ছুটি' করে বাড়ি চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। এদিন সকালে রঞ্জিত 'চিকিৎসা যখন হচ্ছেনা, তখন এখানে পড়ে থেকেই কি হবে!' আর সেকারণেই বাড়ি চলে যেতে হচ্ছে বলে তিনি জানান। এক রোগীর পরিবারের সদস্য সাহারুল খান নামে এক ব্যক্তি বলেন, চিকিৎসকদের দেখা নেই, মাঝে মধ্যে হাউস স্টাফরা এসে দেখে যাচ্ছেন। এই অবস্থায় স্পারের কাছে গেলেও কোন সমস্যার সমাধান হয়নি বলে তিনি দাবি করেন। তবে এতো সবের অবস্থানে অনড় রয়েছেন। তাদের দাবি 'আর.জি করের ঘটনার পর্যন্ত 'শান্তিপূর্ণ অবস্থান বিক্ষোভ ও কর্মবিরতি চলবে' বলে তারা

গরাই নামে এক রোগী বলেন.

পরেও আন্দোলনকারীরা নিজেদের সুবিচার না পাওয়া, এবং আমাদের সুরক্ষা' বিষয়ে দাবি পুরণ না হওয়া

দাবিতে ডোমকলের রাজপথে ছাত্ররা আপনজন: গত একসপ্তাহ আগে

কলকাতার আরজি কর হাসপাতালের পড়ুয়া চিকিৎসককে নির্মম ভাবে ধর্ষণ করে খুন করার ঘটনায় গোটা রাজ্যের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে সেই প্রতিবাদের ঝড় মুর্শিদাবাদের ডোমকল মহকুমা জুড়েও প্রভাব পড়েছে।গত শনিবার জলঙ্গীর রাজপথ দখল নিয়েছিল ছাত্র সমাজ,তার পরে রবিবার সন্ধ্যায় ডোমকল এসডিও মোড় থেকে হাসপাতাল হয়ে পুরোনো বিডিও মোড় হয়ে আবার এসডিও মোড়ে এসে প্রতিবাদ মিছিল শেষ করেন ছাত্র ,যুব সমাজ।প্রথমে রাজ্য পুলিশ তদন্ত শুরু করে এক সিভিক ভলেন্টিয়ার কে গ্রেফতার করা হলেও তদন্ত এগিয়ে পারেনি বলে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন সেই মত আরজি কর হাসপাতালের নারকীয় ঘটনায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেন হাই কোর্টের বিচারপতি।তার পরে জোর

কদমে তদন্ত শুরু করলেও আজও

পর্যন্ত এক সিভিক ভলেন্টিয়ার

WANT JUSTICE

বাদে আর কোনো দোষীদের চিহ্নিত করতে পারেনি,যদিও ঘটনার জেরে প্রাক্তন পিন্সিপাল কে দুবার ডেকে পাঠিয়েছে,এমনকি সেই রাত্রিতে ওই পড়ুয়া চিকিৎসকের সঙ্গে আর কে বা কারা ছিল তাদের খোঁজে তল্লাশি তদন্ত শুরু করেছে সিবিআই।আর এই ঘটনায় পথে নেমেছে সব রাজনৈতিক দল বাদ যাইনি রাজ্যর শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসও। এদিনের প্রতিবাদ মিছিল থেকে রাজ্যর স্বাস্থ্য,পুলিশ মন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি তোলেন,পাশাপশি রাজ্য প্রশাসনকে ধিক্কার জানাই কেনো সঠিক তদন্ত

হলো না কেনো জবাব দাও বলে স্লোগান তোলে প্রতিবাদ মিছিল থেকে। দোষীদের ফাঁসির দাবিতে সঠিক তদন্ত ও দোষীদের চিহ্নিত করে ফাঁসি দেওয়ার আবেদন করেন।অন্য দিকে জলঙ্গীতে বাম যুব সংগঠনের উদ্যোগে প্রতিবাদ মিছিল শেষ করে পথসভা করেন ভাদুড়িয়া পাড়া বাজারে।আবার জলঙ্গীতে বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে,ডোমকল, দোষীদের ফাঁসির দাবি তোলেন।

আন্দোলন শুরু করেছে ছাত্র সমাজ যদিও এদিন তারা আরো বলেন যে রানীনগরে তৃণমূলের ধর্না মঞ্চ করে দরকার। কুরআনে প্রথম শব্দ হল

'কারবালার বার্তা' শীর্ষক সর্ব ধর্ম সেমিনার অনুষ্ঠিত হল মিল্লি কলেজে

নিজস্ব প্রতিবেদক 🔵 কলকাতা আপনজন: আলোর দিশা সোসাল ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশান ও নূরুল ইসলাম একাডেমীর যৌথ প্রায়াসে কলকাতা মিল্লি আলামীন কলেজের অডিটরিয়ামে অনুষ্টিত হলো সর্ব ধর্ম গুণীজনের সমাবেশে একটি সেমিনারের অনুষ্ঠিত হয় "ম্যাসেজ অফ কারবালা" শান্তি, ঐক্য ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উন্নয়নে সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান ও পূবের কলমের সম্পাদক জনাব আহমদ হাসান ইমরান, মওলানা আজাদ কলেজের আরবী বিভাগের প্রধান জনাব পীরজাদা প্রফঃ ড. সৈয়দ শাহ মুস্তাফা মুরসেদ জামাল আল কাদেরী, বৌদ্ধ ধর্মগুরু ভেন বুদ্ধারক্ষিতা, কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী শ্রী জগী প্রতিক মজুমদার, মেদিনীপুর রাজা আকদাসের পীর সাহেব সৈয়দ শাহ মুতারসিদ আলী আল কাদরী, রয়েড স্ট্রিট জমা মসজিদে পেশ

এমাম মওলানা সাব্বির আলী মিশবাহী, আল মুস্তাফা বিশ্ববিদ্যালয় ইরানের প্রাক্তন অধ্যাপক ও নুরুল ইসলাম একাডেমীর প্রেসিডেন্ট মওলানা ড. রিজওয়ানু সালাম খান, কাদরী টাইমস পত্রিকার সম্পাদক জনাব সৈয়দ মিনহাজ আল হুসেন আল হুসেইনী, সত্যের পথে পত্রিকার সম্পাদক মুস্তাক আহমদ, গোলাম

মোস্তফা পাবলিক ইস্কুলের কর্ণধার

মহঃ জাহাঙ্গীর।প্রত্যেকেই হজরত এমাম হোসেইন (রা.) এর মহৎ আদর্শ ও ন্যায় দৃষ্টি কারবালার প্রান্তরে যেঅন্যান্য ও হিংসার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করে সপরিবার শহীদ হন করবার তপ্ত ভূমিতে। এছাডা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ভালোবাসা মানববন্ধনের আলোচনা হয়। অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিত ছিলেন।

HAR GAUM PUKAREGI HAMARE HAIN HILLSA

or on the Messages of Karbala

ওমরাহ

যিয়ারত

নলপুর, সাঁকরাইল, হাওড়া



সকলকে জানাই আসসালামু আলাইকুম

সমস্ত প্রশংসা সমস্ত তারিফ সেই মহান আল্লাহপাক এর জন্য যিনি আমাদের সমস্ত এবাদতের মধ্যে এক বিশেষ এবাদত হজ্ব ও ওমরাহ করার জন্য সহজ সরল রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছেন, যেই কাজে আমরা সৎ ও নিষ্ঠার সাথে আপনাদের খেদমতে বহু বছর ধরে নিয়ে জিত আছি ও দোওয়া করেন আগামীতে আরো ভালো ভাবে সেবা করতে পারি ইনশাআল্লাহ।

আমাদের পরিষেবা



১৭ দিনের জন্য সাধারণ প্যাকেজ স্থ্যাকেজ ১৭ দিনের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ

- মক্কা ও মদিনাতে কাছাকাছি থাকার ব্যবস্থা
- বুফেতে ৩ টাইম খানা (ঘরোয়া রুচিসম্মত খানা)
- মক্কা ও মদিনাতে সমস্ত যিয়ারত ও ঐতিহাসিক স্থানগুলি অভিজ্ঞ গাইড দারা ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে
- ফ্লাইট যেকোনও এয়ারলাইয়-এ হতে পারে

রমজানের স্পেশাল অফার সীমিত সময়ের জন্য বুকিং করুন

- মক্কাতে হোটেল এর দুরত্ব প্রায় ৩৫০ মিটার থেকে ৪০০ মিটার 🔳 মদিনাতে হোটেল এর দুরত্ব প্রায় ১০০ মিটার থেকে ১৫০ মিটার 💻 বুফেতে ৩ টাইম খানা (ঘরোয়া রুচিসম্মত খানা)
- 🔳 মক্কা ও মদিনাতে সমস্ত যিয়ারত ও ঐতিহাসিক স্থানগুলি অভিজ্ঞ গাইড দারা ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে 📕 তায়েফ যিয়ারত 📕
- বদর যিয়ারত 🔳 ওয়দিয়া জিন পাহাড় 📕 বয়স্ক মানুষদের জন্য হুইলচেয়ারের সু-ব্যবস্থা আছে
- জমজম ৫ লিটার জেদ্দা ও আরব সাগর ভ্ৰমণ



ল্যাগেজ ব্যাগ, সাইড ব্যাগ, জুতার ব্যাগ, গাইড বই, সাতদানা তসবি, ট্রলি ব্যাগ

যোগাযোগ

কাজী ওয়াসিম আকবার 8240569012

আব্দুল ফারাদ 7003187312

সেখ সাইন রহমান 7980004507

কলকাতা শাখা অফিস: ৪৯, কুষ্টিয়া মসজিদ বাড়ি লেন, কলকাতা - ৭০০০৩৯

b

আপনজন ■ সোমবার ■ ১৯ আগস্ট, ২০২৪

লেভার জোড়া গোল, বার্সার শুভসূচনা



আপনজন ডেস্ক: লা লিগায় শুভস্চনা পেয়েছে বার্সেলোনা। রবার্ট লেভানডফস্কির জোড়া গোলে ভ্যালেন্সিয়াকে ২ -১ গোলে হারিয়েছে তারা। প্রতিপক্ষের মাঠে বার্সা অবশ্য শুরুতে পিছিয়ে পড়েছিল। পরে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায় তারা।

ভ্যালেন্সিয়ার মাঠে ফ্রেক্কি ডি ইয়ং, গাভি ও রোনান্দ আরাউহোদের ছাড়াই মাঠে নামে বার্সা। ম্যাচের শুরু থেকে দুই দলই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলার চেষ্টা করে। দুই দল সুযোগও পেয়েছিল কিছু। তবে কাছাকাছি গিয়ে বারবার ব্যর্থ হচ্ছিল তারা। শেষ পর্যন্ত ম্যাচে ৪৪ মিনিটে হুগো ডুরোর গোলে এগিয়ে যায় ভ্যালেন্সিয়া। বাঁ প্রান্ত দিয়ে দিয়েগো লোপেজের ক্রুস থেকে বল পেয়ে দারুল এক হেডে লক্ষ্য ভেদ করেন ডুরো। এগিয়ে থেকে অবশ্য বিরতিতে যেতে পারেনি ভ্যালেন্সিয়া।

এক গোলে বার্সাকে সমতায় ফেরান

লেভানডফস্কি। আলেহান্দ্রে

বালদের ক্রস থেকে বল পেয়ে

এড়িয়ে দারুণভাবে বল জালে

ইয়ামাল বাড়ান লেভার উদ্দেশ্যে।

সঙ্গে লেগে থাকা ডিফেন্ডারের ফাঁদ

জড়িয়ে বার্সাকে ম্যাচে ফেরান এই

পোলিশ স্ট্রাইকার।
বিরতির পর অবশ্য এগিয়ে যাওয়ার
জন্য খুব বেশি অপেক্ষা করতে
হয়নি বার্সাকে। বন্ধের ভেতর
রাফিনিয়া ফাউলের শিকার হলে
পেনাল্টি পায় বার্সা। ৪৯ মিনিটে
স্পট কিক থেকে গোল করে দলকে
এগিয়ে দেন লেভা। এরপর দুই
দলই চেষ্টা করেছিল গোল করার,
সুযোগও পেয়েছিল তারা। কিন্তু
শেষ পর্যন্ত কোনো দলই আর গোল
না পেলে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে

ম্যাচ শেষে দলের জয় নিয়ে লেভানডফস্কি বলেছেন, 'আমার ধারণা, তিন-চারজন তরুণ খেলোয়াড় নিয়ে আমরা প্রথমার্ধের চেয়ে দ্বিতীয়ার্ধে ভালো খেলেছি। মৌসুমের শুরুতে এই ম্যাচটাতে জয় পাওয়া আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিশেষ করে ভ্যালেন্সিয়ার মাঠে কাজটা অনেক কঠিন।'

কাঠন।'
নিজের পারফরম্যান্স নিয়ে এ সময়
কথা বলেছেন লেভা, 'আমার লক্ষ্য
সব সময় গোল করা। আমি জানি
না, মৌসুমে শেষ পর্যন্ত কত গোল
করব। তবে প্রথম ম্যাচে গোল
করাটা আমার জন্য খুবই
গুরুত্বপূর্ণ। এই গোল আমাকে
আত্মবিশ্বাস দিছে।'

টেস্টের ১৫০ বছর পূর্তিতে বিশেষ ম্যাচ খেলবে অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড



এমসিজিতে (মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ড) অনুষ্ঠিত হবে সে ম্যাচ। ১৮৭৭ সালের ১৫-১৯ মার্চ ইতিহাসের প্রথম টেস্টে এ মাঠেই মুখোমুখি হয়েছিল অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড। যদিও সে সময় আনুষ্ঠানিকভাবে এটিকে টেস্ট ম্যাচ হিসেবে ঘোষণা করা হয়নি, পরে সেটিকে প্রথম টেস্টের মর্যাদা দেওয়া হয়। আজ এমসিজি, এসসিজি (সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ড) ও অ্যাডিলেড ওভালের সঙ্গে সাত বছরের জন্য টেস্ট আয়োজনের সমঝোতার কথা প্রকাশ করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। সেখানেই টেস্ট ক্রিকেটে ১৫০ বছর উদযাপনে বিশেষ ওই ম্যাচ আয়োজনের কথা বলা হয়। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার প্রধান নির্বাহী নিক হকলি বলেন, 'বিশ্বের

অন্যতম সেরা ক্রীড়া ভেন্যুতে

আপনজন ডেস্ক: টেস্ট ক্রিকেটে

১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ

একটি টেস্ট ম্যাচ খেলবে অস্ট্রেলিয়া

ও ইংল্যান্ড। ২০২৭ সালের মার্চে

ক্রিকেটের শীর্ষ সংস্করণের দারুণ একটা উদ্যাপন হবে ২০২৭ সালের মার্চে ১৫০ বছর পূর্তির টেস্ট ম্যাচে। ওই উপলক্ষে ইংল্যান্ডকে আতিথেয়তা দিতে তর সইছে না আমাদের।' এর আগে ১৯৭৭ সালে শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে ১২ থেকে ১৭ মার্চ এমসিজিতে বিশেষ টেস্ট ম্যাচ খেলেছিল অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড। তখন পর্যন্ত অ্যাশেজের কোনো টেস্টে প্রতিনিধিত্ব করা দুদলের জীবিত সব ক্রিকেটারকে সে ম্যাচে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। পঞ্চম দিনের চা-বিরতিতে মাঠে নেমে দুই দলের সঙ্গে দেখা করেছিলেন রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ। টনি গ্রেগের ইংল্যান্ডকে ৪৫ রানে হারিয়ে ম্যাচটি জিতেছিল গ্রেগ চ্যাপেলের অস্ট্রেলিয়া। উপস্থিত ছিলেন স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যানও। টেস্টের প্রথম তিন দিনের প্রতিটিতে ৫০ হাজারের বেশি দর্শক খেলা দেখতে এসেছিলেন।

ধোনি যেভাবে ২০২৫

ইংল্যান্ডের ডেরেক র্যান্ডল (১৭৪ রান), অস্ট্রেলিয়ার ডেনিস লিলি (১১ উইকেট), রড মার্শ (১১০ রান) ও ডেভিড হুকসের (গ্রেগের বলের টানা পাঁচটি বাউন্ডারি) ব্যক্তিগত পারফরম্যান্স স্মরণীয় ছিল ওই টেস্টে। পাশাপাশি রিক ম্যাককোস্কারের ভাঙা চোয়াল নিয়ে ব্যাটিং করাও ছিল স্মরণীয়। অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের মধ্যকার টেস্ট অ্যাশেজের মর্যাদা পেলেও সেটিতে তা ছিল না। ২০২৭ সালের ক্ষেত্রে কী হবে, সেটি এখনো নিশ্চিত নয়। অবশ্য ২০২৫-২৬ সালের অ্যাশেজ এমনিতেই একটু ভিন্ন হতে যাচ্ছে। পরের সিরিজের প্রথম ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার পার্থ স্টেডিয়ামে। সর্বশেষে ১৯৮২-৮৩ মৌসুমে অ্যাশেজের প্রথম টেস্ট অনুষ্ঠিত হয়েছিল ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ায়– সেবার ভেন্যু ছিল ওয়াকা। দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া ১৯৩৬-৩৭ সাল থেকে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে পুরুষদের অ্যাশেজের প্রথম টেস্টটি গ্যাবাতেই অনুষ্ঠিত হয়ে আসছিল। টেস্ট ক্রিকেটে ১৫০ বছর পূর্তির এ ম্যাচটি শতবর্ষপূর্তির মতো মার্চের মাঝামাঝিতে অনুষ্ঠিত হলে আরেকটি মাইলফলকও গড়বে। ১৯৭৮-৭৯ মৌসুমে পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজের পর থেকে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বছরের এত আগে কোনো ম্যাচ দিয়ে মৌসুম শুরু হয়নি। সেবার পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচটি শেষ হয়েছিল ২৯

আরজি করের প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ দুই প্রধানের সমর্থকদের

আপনজন ডেস্ক: রবিবার আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে রাজপথে গৰ্জে উঠল ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান সমর্থকরা। এবার সেই তালিকা যুক্ত হলেন ইস্টবেঙ্গলের কোচিং স্টাফের সদস্য সেনেন আলভারেজ এবং মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের অধিনায়ক শুভাশিস বসু। এমনকি এআইএফএফ সচিব কল্যাণ চৌবে আজ যুবভারতীর সামনে প্রতিবাদে সামিল হলেন। ধীরে হলেও মুখ খুলছে ক্রীড়াজগৎ । সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় আগেই কড়া শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। জাতীয় দলের ক্রিকেটার ঋদ্ধিমান সাহা সোশাল মিডিয়ায় 'বাবা' ও সহ-নাগরিক হিসেবে সুবিচার চেয়েছেন।

ভার্বি বাতিলের প্রতিবাদে
যুবভারতীর সামনে হাজির কল্যাণ
টোবে (ইটিভি ভারত।)
আলভারেজ সেনেন এদিন সকালে
সন্ত্রীক আরজি কর হাসপাতাল
চত্বরে প্রতিবাদে সামিল হয়েছিলেন
। একজন স্প্যানিশ হয়েও তাঁর
প্রতিবাদে সামিল হওয়া অন্যমাত্রা
যোগ করেছে। রবিবারের ভুরান্ডের
ভার্বি বাতিল করেছিল প্রশাসন।
আরজি কর-কাণ্ডকে হাতিয়ার করে
সরকারের এই সিদ্ধান্ডের বিরুদ্ধে
সবর সমর্থকরাও। প্রতিবাদ হয়েছে



বাকিদের জন্যও। এদিন যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের বাইরে প্রতিবাদীদের সমর্থনে হাজির হন সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবে। ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের সমর্থকদের আন্দোলনকে ঠেকাতে যে পরিমাণ পুলিশ মোতায়েন করেছিল বিধাননগর কমিশনারেট, তার অর্ধেক পুলিশ কেন ম্যাচের জন্য দেওয়া হল না ০ এই প্রশ্ন তললেন তিনি। তিনি বলেন, "প্রতিবাদ রুখতে রাজ্য সরকার পুলিশ দিতে পারেন। অথচ ধর্ম, জাতির উর্ধের্ব থাকা ফুটবলের মতো খেলা আয়োজন করতে কেন পুলিশ দেওয়া হয় না 2" পাশাপাশি আরজি করে চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় দোষীদের সুবিচারের দাবিও তুললেন কল্যাণ।



সাকার মধ্যে মেসিকে খুঁজে পেলেন আর্সেনাল কোচ

তাঁর প্রতিবাদ এই জঘন্য ঘটনার

বিরুদ্ধে সবসময় জারি থাকবে। সব

মিলিয়ে সরব হচ্ছে ইস্ট-মোহনের

ফুটবলার। যা আদতে, একটি বার্তা

আপনজন ডেস্ক: ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের সর্বশেষ দুই মৌসুমে আর্সেনালকে শিরোপার খুব কাছ থেকে খালি হাতে ফিরতে হয়েছে। ২০২৪–২৫ মৌসুমটা অবশ্য ভালোভাবেই শুরু করেছে তারা। ঘরের মাঠ লশুনের এমিরেটস স্টেডিয়ামে গতকাল নিজেদের প্রথম ম্যাচে উলভারহ্যাম্পটনকে ২ –০ গোলে হারিয়েছে আর্সেনাল। দুটি গোলেই অবদান রাখা বুকায়ো সাকাকে প্রশংসায় ভাসাতে গিয়ে লিওনেল মেসির সঙ্গে তুলনা



করেছেন গানারদের কোচ মিকেল আরতেতা। কাল ম্যাচের ২৫ মিনিটে সাকার নিখুঁত ক্রস থেকে গোল করে আর্সেনালকে এগিয়ে দেন কাই হাভার্টজ। এরপর ৭৪
মিনিটে সাকা নিজেই গোল করেন।
ম্যাচ শেষে ২২ বছর বয়সী এই
উইঙ্গারের দ্বিবলিং দক্ষতা নিয়ে
আরতেতা সাংবাদিকদের বলেছেন,
'ভালো খেলোয়াড়েরা এমনই করে
থাকে। মেসি হলে যে জায়গায় বল
পাঠাত (পাস দিত), সেও (সাকা)
সেটাই করেছে। সে সব সময়ই এটা
করে থাকে। আপনি তাকে থামাতে
পারবেন না। এটাই ভালো
খেলোয়াড়ের গুণ।'

সৌদি সুপার কাপ ফাইনাল

১৭ মিনিটের ঝড়ে লভভভ রোনালদোর আল নাসর, আবারও চ্যাম্পিয়ন আল হিলাল



আপনজন ডেস্ক: আল নাসর ১-৪ আল হিলাল মাঠে নামার মুহুর্তে ট্রফিতে হাত বুলিয়েছিলেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। প্রথমার্ধের বিরতিতে যাওয়ার ঠিক আগমুহুর্তে রোনালদোর গোলেই যখন আল নাসর এগিয়ে গেল, তখন মনে হচ্ছিল আগেই স্পর্শ পাওয়া ট্রফিটা তাঁরই হতে যাচ্ছে। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে রোনালদোর চোখে শর্ষে ফুল দেখিয়ে দিল আল হিলাল। ৫৫ থেকে ৭২ – মাত্র ১৭ মিনিটের মধ্যে চার–চারটি গোল করে ফেলল তারা। ফাইনালে হঠাৎ খেই হারিয়ে লভভভ হয়ে যাওয়া রোনালদোর আল নাসর হারল ওই ৪-১ গোলেই। তাতে সৌদি সুপার কাপে টানা দ্বিতীয়বারের মতো চ্যাম্পিয়ন হলো আল হিলাল। গত বছরের ফাইনালে করিম বেনজেমা-এন'গোলো কান্তেদের আল ইত্তিহাদকে একই ব্যবধানে হারিয়ে শিরোপা জিতেছিল আল হিলাল। সৌদি ফুটবল ইতিহাসের সফলতম ক্লাবটি এ নিয়ে পঞ্চমবারের মতো এই শিরোপা জিতল। সৌদির দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর আবহার প্রিন্স সূলতান বিন আবদুলআজিজ স্টেডিয়ামে আজ সপার কাপ ফাইনালের ৪৪ মিনিটের রোনালদোর গোলে এগিয়ে যায় আল নাসর। বক্সের জটলায় আবদুলরহমান ঘারিবের কাছ থেকে বল পেয়ে আলতো টোকায় ডান

প্রান্ত দিয়ে বল জালে জড়ান পাঁচবারের ব্যালন ডি'অর জয়ী তারকা। ট্রফিছোঁয়া দূরত্বে থেকেই বিরতিতে যায় তাঁর দল। কিন্তু বিরতির পর ম্যাচের মোড় খোলনচলে পাল্টে দেন আল হিলালের দই সার্বিয়ান ফটবলার সের্গেই মিলিনকোভিচ–সাভিচ ও আলেক্সান্দার মিত্রোভিচ। ৫৫ মিনিটে মিত্রোভিচের পাস থেকে সমতা ফেরান সাভিচ। এরপর ৬ মিনিটের ব্যবধানে জোড়া গোল করে ম্যাচটাকে রোনালদোদের নাগালের বাইরে নিয়ে যান মিত্রোভিচ। আর ৭২ মিনিটে আল নাসরের কফিনে শেষ পেরেকটা ঠুকে দেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড ম্যালকম। দলকে একের পর এক গোল খেতে দেখে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন রোনালদো। এ বছর আল হিলালই তাঁকে সবচেয়ে বেশি যন্ত্রণা দিয়েছে। গত মৌসুমে সৌদি প্রো লিগে আল হিলালের কাছেই শিরোপা হাতছাড়া হয়েছে রোনালদোর আল নাসরের। এরপর গত মে মাসে সৌদি কিংস কাপ ফাইনালেও একই প্রতিপক্ষের কাছে হেরে শিরোপাবঞ্চিত হতে হয়। আজ আরেকবার ফাইনালে আল হিলাল বাধা টপকাতে ব্যর্থ হলেন রোনালদো। ফলে গত বছরের আগস্টে জেতা আরব ক্লাব চ্যাম্পিয়নস কাপ ট্রফিটাই আল নাসরের হয়ে তাঁর একমাত্র

শিরোপা হয়ে রইল।

আইপিএলে খেলতে পারেন সালে আগস্টে। তবে শেষ ম্যাচটি খেলেন ২০১৯ সালে জুলাইয়ে ওয়ানডে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে। সেই হিসাবে এ বছরের জুলাইয়েই ভারতের হয়ে তাঁর শেষ ম্যাচ খেলার পাঁচ বছর পূরণ হয়েছে। আগামী আইপিএল



আপনজন ডেস্ক: কয়েক মৌসুম ধরেই মহেন্দ্র সিং ধোনির আইপিএল ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেক আলোচনা চলছে। ২০২০ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বলে দেওয়া ধোনি নিজেও আইপিএলে তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছ বলেননি এখনো। ধোনি পরের আইপিএলেও খেলবেন কি না, সেটি নির্ভার করছে ২০২৫ আইপিএল নিয়ে তাঁর দল চেন্নাই সুপার কিংসের অবস্থান এবং টুর্নামেন্টের কিছু নিয়মে কী ধরনের পরিবর্তন আসছে, সেসবের ওপর। বয়সের পাশাপাশি ফিটনেসও ধোনির জন্য একটা বাধা হতে পারে। কয়েক বছর ধরে হাঁটুর চোটে ভুগছেন ভারত ও চেন্নাই সুপার কিংসের সর্বজয়ী এই সাবেক অধিনায়ক। ২০২৫ আইপিএলের সময় তাঁর বয়স হবে ৪৪ ছুঁই ছুঁই। চেন্নাইয়ের সমার্থক হয়ে ওঠা ধোনিকে এরপরও ফ্র্যাঞ্চাইজিটি আগামী মৌসুমে খেলাতে চায় বলে কদিন আগে খবর বেরিয়েছিল। তাঁকে খেলাতে অভিযেকের অপেক্ষায় থাকা খেলোয়াড় হিসেবে (আনক্যাপড প্লেয়ার রুল) বিবেচনা করতে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে (বিসিসিআই) নাকি পুরোনো নিয়ম ফিরিয়ে আনারও প্রস্তাব দিয়েছিল চেন্নাই। সম্প্রতি মুম্বাইয়ে আইপিএলের ১০ ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিকদের নিয়ে

বৈঠকে বসেছিল টুর্নামেন্টের

পরিচালনা পরিষদ। সেখানে পাঁচ

পরও বিদেশিরা খেলতে না চাইলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা, সর্বোচ্চ সাত খেলোয়াড় ধরে রাখার দাবি, চুক্তির মাঝপথে খেলোয়াডদের বেতন বাড়ানোর পরিকল্পনা, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়া খেলোয়াড়কে অভিষেকের অপেক্ষায় থাকা খেলোয়াড় হিসেবে বিবেচনা করাসহ নানা ইস্যু নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ২০০৮ সালে আইপিএলের প্রথম মৌসুম থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত 'আনক্যাপড প্লেয়ার রুল' চালু ছিল। ২০২২ মৌসুমে দুটি ফ্র্যাঞ্চাইজির (গুজরাট টাইটানস ও লক্ষ্ণৌ সূপার জায়ান্টস) সংখ্যা বাড়ানো হলে নিয়মটি বাতিল করা সাম্প্রতিক বৈঠকে সেই নিয়ম ফিরিয়ে আনার জন্য বিসিসিআইকে চেন্নাই সুপার কিংস অনুরোধ করেছিল বলে জানায় ক্রিকেটবিষয়ক ওয়েবসাইট ইএসপিএন ক্রিকইনফো। সেই নিয়ম অনুযায়ী, কোনো খেলোয়াড় পাঁচ বা এর বেশি বছর আগে অবসর নিলে তাঁকে 'অভিষেকের অপেক্ষায় থাকা' হিসেবে বিবেচনা করা হবে। সে ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই সে খেলোয়াড়কে ধরে রাখতে কম খরচ করতে হবে। ধোনি ভারতীয় জাতীয় দল থেকে

অবসরের ঘোষণা দেন ২০২০

বিলোপ, ইমপ্যাক্ট বদলি রাখা

না-রাখা, নিলামে বিক্রি হওয়ার

খেলেন ২০১৯ সালে জুলাইয়ে ওয়ানডে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে। সেই হিসাবে এ বছরের জুলাইয়েই ভারতের হয়ে তাঁর শেষ ম্যাচ খেলার পাঁচ বছর পূরণ হয়েছে। আগামী আইপিএল নিলামেই তাই তাঁকে 'আনক্যাপড খেলোয়াড়' হিসেবে বিবেচনা করা হতে পারে। কিন্তু হিসাবটা যদি ধোনির অবসরের ঘোষণার সময় থেকে করা হয়, তাহলে পাঁচ বছর পূর্ণ হবে ২০২৫ সালের আগস্টে। কিন্তু আগামী আসর এর আগেই শেষ হবে। সে ক্ষেত্রে ধোনির অবসরের ক্ষেত্রে বিসিসিআই একটি 'কাট-অফ টাইম' চালু করতে পারে। সেটা হলে মাত্র ৪ কোটি রুপিতেই তাঁকে ধরে রাখতে পারবে চেন্নাই। সম্প্রতি ধোনি নিজেই তাঁর

সম্প্রতি ধোনি নিজেই তাঁর
আইপিএল ভবিষ্যৎ নিয়ে মুখ
খুলেছেন। হায়দরাবাদে একটি
অনুষ্ঠানে বলেছেন, 'এটার জন্য
অনেক সময় আছে। তারা
খেলোয়াড় ধরে রাখার ব্যাপারে কী
সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, সেটি দেখতে হবে।
এ মুহুর্তে বল আমাদের কোর্টে

চেন্নাই সুপার কিংস অবশ্য বিসিসিআইকে 'আনক্যাপড প্লেয়ার রুল' ফিরিয়ে আনার প্রস্তাব দেওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছে। পাঁচবারের আইপিএল চ্যাম্পিয়ন ফ্র্যাঞ্চাইজিটির প্রধান নির্বাহী কাশী বিশ্বনাথন টাইমস অব ইন্ডিয়াকে বলেছেন, 'এ ব্যাপারে আমার কোনো ধারণা নেই। এটা ফিরিয়ে আনার জন্য আমরা বিসিসিআইয়ের কাছে অনুরোধ করিনি। বরং বোর্ডই আমাদের বলেছে, আনক্যাপড খেলোয়াড়ের নিয়ম রাখা হতে পারে। শুধু এটুকুই কথা হয়েছে। সব নিয়মকানুন তারাই ঘোষণা করবে।'

আইপিএলের মৌসুমে ডেথ ওভারে
'ছক্কা বিশেষজ্ঞ' হিসেবে খেলেছেন ধোনি। মুখোমুখি ৭৩ বলে তিনি ১৩টি ছক্কার সঙ্গে মারেন ১৪টি চার। ক্যারিয়ারে প্রথমবার এক মৌসুমে ২০০-এর ওপরে স্থাইক রেটে ব্যাটিং করেছেন; প্রতি ১০০ বলে তুলেছেন ২২০.৫৪ রান। ১১ ইনিংসের মধ্যে আটবারই ছিলেন অপরাজিত।

আবারও বাফুফেকে ফিফার জরিমানা

আপনজন ডেস্ক: বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনকে আবারও জরিমানা করেছে ফিফা। গত ৬ জুন বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে কিংস অ্যারেনায় অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ম্যাচে দর্শক ঢুকে যায় মাঠে। এ কারণে বাফুফেকে ১৫ হাজার সুইস ফ্রাঁ জরিমানা করেছে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি। বাংলাদেশেব মুদ্রায় জরিমানার অঙ্কটা প্রায় ২০ লাখ ২৭ টাকা। জরিমানার ব্যাপারটি আজ নিশ্চিত করেছেন বাফুফের সাধারণ সম্পাদক ইমরান হোসেন। প্রথম আলোকে তিনি বলেন, 'অস্ট্রেলিয়া ম্যাচে মাঠে দর্শক ঢুকে যাওয়ার ব্যাপারটা ম্যাচ কমিশনারের রিপোর্টের ভিত্তিতে ভালোভাবে নেয়নি ফিফা। এ কারণে ১৫ হাজার সুইস ফ্রাঁ জরিমানা করেছে।' ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের হোম ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার কাছে বাংলাদেশ হেরেছিল ০-২ গোলে। মেলবোর্নে দুই দলের প্রথম ম্যাচে অস্ট্রেলিয়া জেতে ৭-০ গোলে। এর আগে বাফুফেকে সর্বশেষ ৩০ হাজার ২৫০ সইস ফ্রাঁ জরিমানা করেছিল ফিফা। বাংলাদেশি মুদ্রায় যা প্রায় ৩৯ লাখ টাকা। গত অক্টোবর ও নভেম্বরে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের তিনটি ম্যাচে শৃঙ্খলাভঙ্গের ঘটনায় বাফুফেকে ওই জরিমানা করে ফিফার ডিসিপ্লিনারি কমিটি। গত অক্টোবর ও নভেম্বরে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের তিনটি ম্যাচে শৃঙ্খলাভঙ্গের ঘটনায় বাফুফেকে ওই জরিমানা করে ফিফা।





মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদকীয় দফতর: আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. Editorial Office: 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 Editor: Zaidul Haque